গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিচালক, বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট

এবং

সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

জুলাই ১, ২০১৭ - জুন ৩০, ২০১৮

সূচিপত্র

মন্ত্রণালয় বিভাগের/কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র		০২
উপক্রমণিকা		০৫
সেকশন ১:	মন্ত্রণালয়/বিভাগের রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলি	০৬
সেকশন ২:	মন্ত্রণালয়/বিভাগের বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact)	০৮
সেকশন ৩:	কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রা সমূহ	০৯
সংযোজনী ১:	শব্দসংক্ষেপ (Acronyms)	১৯
সংযোজনী ২:	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থাসমূহ এবং পরিমাপ পদ্ধতি	২০
সংযোজনী ৩:	অন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের নিকট সুনির্দিষ্ট কর্মসম্পাদন চাহিদাসমূহ	২৬

বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট এর কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা

বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট দেশের একমাত্র বন বিষয়ক জাতীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশের বনজ সম্পদের সুষ্ঠু গবেষণার জন্য ফরেস্ট প্রডাক্টস ল্যাবরেটরী নামে ১৯৫৫ সালে এটি স্থাপিত হয় এবং পরবর্তীতে বন ব্যবস্থাপনা বিষয়ের কর্মকান্ড অন্তর্ভূক্ত করে বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট নামে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। এ ইনস্টিটিউটের প্রধান ম্যান্ডেট হলো বন বিভাগ, বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএফআইডিসি) সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে বন ও বনজ সম্পদের সুষ্ঠু ও টেকসই ব্যবহারের জন্য কারিগরি সহায়তা প্রদান করা। এ ইনস্টিটিউট বন ব্যবস্থাপনা উইং (১১টি গবেষণা বিভাগ ও ১টি শাখা) ও বনজ সম্পদ উইং (৬টি গবেষণা বিভাগ) এর আওতায় গবেষণা কর্মকান্ড পরিচালনা করছে।

সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) অর্জন

বিগত তিন বছরে গবেষণা কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে ঔষধি গাছ সহ বনজ বৃক্ষের নার্সারিতে প্রায় ৬০টি রোগ বালাই সনাক্তকরণ ও দমন কৌশল উদ্ভাবন, কদম কাঠ, রাবর কাঠ ও আঁখের ছোবরা থেকে মন্ড তৈরি করা হয়েছে। রাবার বীজ থেকে পোল্ট্রি খাদ্য তৈরী, বাঁশের যোজিত পণ্য দ্বারা টাইলস ও আসবাবপত্র তৈরির কৌশল উদ্ভাবন করা হয়েছে। গৃহনির্মাণ সামগ্রী হিসেবে পরিবেশ বান্ধব সিমেন্ট বন্ডের পার্টিকেল বোর্ড তৈরির কৌশল উদ্ভাবন করা হয়েছে এবং বাঁশের কম্পোজিট দ্বারা উন্নতমানের আসবাবপত্র, দরজা এবং পার্টিকেল বোর্ড তৈরি করা হয়েছে যা মাঠ পর্যায়ে ব্যবহারের জন্য পাইলট প্লান্ট প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ৩৯টি বৃক্ষ ও বাঁশ প্রজাতির কার্বনের পরিমাণ নির্ণয় করা হয়েছে। বিভিন্ন প্রজাতির ৭০ হেক্টর পরীক্ষামূলক বাগান সৃষ্টি করা হয়েছে এবং মাঠ পর্যায়ে বাঁশ ও বেতসহ উন্নত জাতের ৮০টি প্রজাতির ৩ লক্ষ চারা এবং ৯০০ কেজি বীজ বিতরণ করা হয়েছে। বাঁশের ৫টি প্রজাতির (বাইজ্যা, ভুদুম, ঘটি, তেতুয়া ও ওরা) ১২,০০০টি চারা উৎপাদন ও বিতরণ করে রাজস্ব আদায় করা হয়েছে। এছাড়াও টিস্যুকালচার কৌশলের মাধ্যমে ৫টি বাঁশ (বাইজ্যা, ভুদুম, ওরা, ওয়াপপি, ব্রানডিসি) প্রজাতির ১,৫০০টি বাঁশের চারা উৎপাদন করা হয়েছে। ৫টি প্রজাতির বৃক্ষ ও বাঁশের ব্যবহারিক আয়ুস্কাল বৃদ্ধি করা হয়েছে। আগর নিষ্কাশন পদ্ধতি উন্নয়নের মাধ্যমে আগর তেলের উৎপাদন বৃদ্ধি করা হয়েছে। উপকূলীয় অঞ্চল উপযোগী ৮,৪০০টি ফলদ ও ঔষধি চারার বনায়ন করা হয়েছে। ১২টি ভেষজ উদ্ভিদ ও ৩টি বেতের ১৬,০০০টি চারা উত্তোলন এবং বাগান সৃজন করা হয়েছে। ৫টি কাঠের নমুনা ও ২০০টি উদ্ভিদ নমুনা সংযোজন করে হারবেরিয়াম ও জাইলেরিয়াম সমৃদ্ধ করা হয়েছে। ৩টি ঔষধি বৃক্ষের জার্মপ্লাজম সংগ্রহ করা হয়েছে। শাল এর স্ট্যাম্প দ্বারা পরীক্ষামুলক বাগান করা হয়েছে। উপকুলীয় অঞ্চলের বসতবাড়িতে বাঁশ ও বেত চাষাবাদ পদ্ধতি উদ্ভাবন ও বসতবাড়িতে কৃষি বনায়ন পদ্ধতির প্রচলন করা হয়েছে। সুন্দরবনের খলসী গাছের নার্সারি ও বনায়ন কৌশল উন্নয়ন করা হয়েছে। বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত বিভিন্ন লাগসই প্রযুক্তির উপর দেশের জেলা ও উপজেলায় প্রায় ৩,০০০ চাষী/ খামার মালিকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও প্রযুক্তিসমূহ জেলা/ উপজেলা পর্যায়ে কর্মশালা এবং বিভিন্ন মেলার মাধ্যমে জনসাধারণকে অবহিত করা হয়েছে। উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ইনস্টিটিউটের গবেষণালব্ধ ফলাফল জার্নাল, বুলেটিন, পপুলার আর্টিকেল, লিফলেট, ফোল্ডার ইত্যাদির মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে।

সমস্যা ও চ্যালেঞ্জসমূহ

বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউটের গবেষণা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য গবেষক ও দক্ষ জনবলের সংকট রয়েছে। গবেষকদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে একাডেমিক প্রশিক্ষণের প্রয়োজন। এছাড়াও সারা দেশে মাঠ পর্যায়ে জোন ভিত্তিক গবেষণা কেন্দ্র না থাকায় যথাযথ তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না। ল্যাব ভিত্তিক গবেষণার জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতি ও ল্যাবরেটরীর আধুনিকায়ন প্রয়োজন। প্রধান কার্যালয়ের অবকাঠামো ও মাঠ পর্যায়ের গবেষণা কেন্দ্রগুলো পুরাতন হওয়ায় সংস্কার করা জরুরী। বাস্তবতার আলোকে নতুন কর্মসূচি গ্রহণের জন্য উন্নয়ন ও পরিকল্পনা বিভাগ/ শাখা সৃজন অত্যাবশ্যক। অত্র ইনস্টিটিউটের বিদ্যমান উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণের জন্য পৃথক প্রযুক্তি হস্তান্তর বিভাগ না থাকায় তথ্য এবং উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ মাঠ পর্যায়ে

সম্প্রসারণে বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। ইনস্টিটিউটের হালনাগাদ অর্গানোগ্রাম নেই। ১৯৮৫ সনের জারীকৃত ইনস্টিটিউটের নিয়োগবিধির কার্যকারিতা নেই। নতুন প্রস্তাবিত নিয়োগবিধির গেজেট না হওয়া পর্যন্ত সরাসরি নিয়োগ ও পদোন্নতি বন্ধ আছে।

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা

বিভিন্ন বৃক্ষ প্রজাতির অধিক সংখ্যক প্লাসট্রি নির্বাচনের মাধ্যমে বাগান সৃজন ও বীজ সরবরাহের পরিমাণ বৃদ্ধির উপর গবেষণা পরিচালনা করতে হবে যা বনায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এছাড়া মাটির গুনাগুন, ক্ষয়রোধ নির্ণয় ও প্রতিকার কল্পে সুপারিশমালা প্রনয়ণের প্রয়োজনে গবেষণা কর্মকান্ড পরিচালনা করা, ভেষজ উদ্ভিদসহ কুটির শিল্পের কাঁচামাল সরবরাহে বেত, পাটিপাতা সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের উপর গবেষণা কর্মকান্ড গ্রহণ, ভবিষ্যতে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট গাছের রোগবালাই ও কারণ অনুসন্ধান করে দমনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহন, বিশেষ করে বায়োকন্ট্রোল ও রোগবালাই প্রতিরোধক প্রজাতিসমূহ চিহ্নিত করণের উপর গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। দ্রুতবর্ধনশীল বাঁশের চাষ এবং পন্যের মান উন্নয়নের জন্য আরো গবেষণা কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে। আগর গাছে সম্পূর্ণ কান্ডে আগর সঞ্চয়ন ও তেল নিষ্কাষণের উপর আরও বিজ্ঞানসম্মত গবেষণা কর্মকান্ড গ্রহণ করা হবে।

বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ আরও ভেষজ উদ্ভিদের সংরক্ষণ, চাষাবাদ ও বাজারজাতকরণের উপর যুগপোযোগি গবেষণা কর্মকান্ড গ্রহণ করা হবে। ভেষজ উদ্ভিদসহ কুটির শিল্পের কাঁচামাল সরবরাহে বেত, পাটিপাতা সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের উপর গবেষণা কর্মকান্ড গ্রহন করা হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় বন ব্যবস্থাপনার সুপারিশমালা প্রনয়ণের জন্য নতুন নতুন আঙ্গিকে গবেষণা কর্মসুচি গ্রহন করা হবে। ভবিষ্যতে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট গাছের রোগবালাই ও কারণ অনুসন্ধান করে দমনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহন, বিশেষ করে বায়োলজিক্যাল ও রোগবালাই প্রতিরোধক প্রজাতিসমূহ চিহ্নিত করণের উপর গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। দেশের ৩৪টি অভয়ারণ্যকে সঠিক ব্যবস্থাপনা সর্ম্পকে এবং অতিবিপন্ন এবং বিপন্ন প্রাণী সমূহের প্রজনন অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে এর বংশবৃদ্ধির উপর সুপারিশমালা প্রনয়ণের প্রয়োজনীয় গবেষণা করা হবে। বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে বাঁশের দ্রুত বর্ধনশীল বংশবিস্তার এবং বাঁশের পণ্যের মান উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহন করা হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবেলায় উপকূলীয় অঞ্চলের জীববৈচিত্র উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহন করা হয়েছে।

বনজ সম্পদ সীমিত হওয়ায় এর সঠিক ব্যবহারের লক্ষ্যে আরও গবেষণা কাযক্রম গ্রহণ করা অতীব জরুরী। আগর গাছে আগর সঞ্চয়ন ও তেল নিষ্কাশনের উপর আরও বিজ্ঞানসম্মত গবেষণা কর্মকান্ড গ্রহন করতে হবে। উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণ করার জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, সেমিনার ইত্যাদির আয়োজন করা হবে। বিজ্ঞাপণ ও প্রকাশনার মাধ্যমে গবেষণালব্ধ ফলাফল সম্প্রচার করা হবে। নীলফামারী জেলার ডোমার উপজেলায় আঞ্চলিক বাঁশ গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হবে।

২০১৭-১৮ অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ

- জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বন ও বনজ সম্পদ বিপর্যয় রোধকল্পে উপকূলীয় অঞ্চলে বাঁশ ও বেতের ৩,০০০টি চারা দ্বারা চাষাবাদ।
- সুন্দরবনে ৬০ হেক্টর এলাকায় ৩টি আরবোরেটমে ২২টি ম্যানগ্রোভ প্রজাতির ব্যবস্থাপনা।
- প্রাকৃতিক ভেষজ উদ্ভিদদের নির্যাস ব্যবহার করে ৫টি প্রজাতির কাঠ ও বাঁশের ব্যবহারিক আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি।
- বাঁশের কম্পোজিট ব্যবহার করে নতুন ডিজাইনসমৃদ্ধ উন্নতমানের আসবাবপত্র, দরজা এবং পার্টিশন তৈরি।
- Nanoparticle প্রয়োগ করে আগর গাছের সম্পূর্ণ কান্ডে স্বল্পসময়ে রেজিন সঞ্চয়ন।
- নার্সারিতে গুনগত মানসম্পন্ন বৃক্ষপ্রজাতির প্রায় ৪৪,০০০টি চারা জনগনের নিকট বিতরণ এবং বিক্রি করা হয়েছে। এছাড়াও প্রায় বৃক্ষপ্রজাতির ৫৬,০০০টি চারা দ্বারা পরীক্ষামূলক বাগান সৃজন।
- কঞ্চিকলম পদ্ধতিতে বাঁশের ৫টি প্রজাতির (বাইজ্যা, ভুদুম, ঘটি, তেতুয়া ও ওরা) ১০,০০০টি চারা উৎপাদণ, বিতরন এবং বিক্রিত চারা হতে রাজস্ব আয় করা হয়েছে এবং সরকার কর্তৃক নিধারিত মূল্যে রাজস্ব সংগ্রহ করা হয়েছে।
- টিস্যু কালচার কৌশলের মাধ্যমে ৫টি বাঁশ (বাইজ্যা, ভুদুম, ওয়াপপি, ওরা, ব্রানডিসি) প্রজাতির ১,০০০টি চারা উৎপাদন ।

- উপকূলীয় অঞ্চলে (বাঁধ ও বসতবাড়ি) উপযোগী ৯,০০০টি ফলদ গাছের চারা উত্তোলন ও বিতরণ এবং ৪,৫০০টি ঔষধি গাছের চারা উত্তোলন করে বাগান সৃজন ও ১০,০০০ বেতের চারা উত্তোলন করা হয়েছে । ১২টি ভেষজ উদ্ভিদ ও ৩টি বেত প্রজাতির ১৬,০০০টি চারা উত্তোলন এবং বাগান সৃজন।
- গবেষণার মাধ্যমে গুণগত মানসম্পন্ন সেগুন, গর্জন, ঢাকিজাম এবং আগর গাছের কলমবীজ বাগান সৃজনের লক্ষ্যে রেমেট তৈরী।
- পাল্পউড উৎপাদনের জন্য নালিতা/ জিগনি এর বনায়ন কৌশল উন্নয়ন।
- নির্বাচিত রাবার ক্লোন থেকে in vitro পদ্ধতিতে উন্নতমানে রাবারের চারা উৎপাদন কৌশল নির্ণয়।
- বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে কেওড়া বাগানে গৌণ ম্যানগ্রোভ প্রজাতির বনায়ন কৌশল উদ্ভাবন।
- ৩টি এগ্রো ইকোলোজিক্যাল জোন এ মৃত্তিকার গুনাগুনের উপর একাশিয়া ও ইউক্যালিপটাস এর প্রভাব নির্ণয়।
- সুন্দরবনের বিলুপ্তপ্রায় ম্যানগ্রোভ প্রজাতির বনায়ন কৌশল উন্নয়ন ও জনপ্রিয়করণ।
- বিভিন্ন বনজ উদ্ভিদের কার্বন ধারণের পরিমাণ নিরূপন ।
- চুনতি বনে সহ ব্যবস্থাপনার ফলে স্থানীয় জনগনের উপর প্রভাব নিরূপন করা।
- নতুন নতুন প্লাসট্রি নির্বাচন করে বনজ সম্পদের মানসম্পন্ন চারা উত্তোলনের সহায়তা করা এবং বনজ সম্পদে উৎপাদন বৃদ্ধি করা।
- বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, সেমিনার, প্রকাশনা ইত্যাদির মাধ্যমে উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণ ও সম্প্রচার।

উপক্রমণিকা (Preamble)

পরিচালক, বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট

এবং

সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এর মধ্যে

২০১৭ সালের জুন মাসের ১৫ তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেন।

সেকশন ১:

মন্ত্রণালয়/বিভাগের রূপকল্প (**Vision),** অভিলক্ষ্য (**Mission),** কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলি

১.১ রূপকল্প (**Vision):** বন ও বনজ সম্পদের ব্যবস্থাপনা, উন্নয়ন ও সুষ্ঠু ব্যবহারে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন।

১.২ অভিলক্ষ্য (Mission):

গবেষণার মাধ্যমে দেশের বন ও বনজ সম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধি ও সুষ্ঠু ব্যবহারের লক্ষ্যে লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনে গবেষণা পরিচালনা করা এবং উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ ভোক্তা জনগোষ্ঠিকে পরিজ্ঞাতকরণ।

১.৩ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (**Strategic Objectives):**

১.৩.১ মন্ত্রণালয়/বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ:

১. কাঠ ও অকাষ্ঠল বনজ সম্পদের গুনাগুন উন্নয়ন, সুষ্ঠু ব্যবহার ও বাণিজ্যিক পণ্য উদ্ভাবন বিষয়ক গবেষণা।
২. বন ও বনজ সম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধি ও বীজের গুনগত মান বিষয়ক গবেষণা।
৩. জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বন ও বনজ সম্পদ বিপর্যয় রোধকল্পে গবেষণা।
৪. মৃত্তিকার গুনাগুন উন্নয়ন, নার্সারি ও বন বাগানে পোকামাকড় ও রোগ বালাই দমন এবং বন্যপ্রাণীসহ জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক গবেষণা।
৫. বাঁশ, বেত ও ভেষজ উদ্ভিদসহ অন্যান্য অকাষ্ঠল বনজ সম্পদের উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক গবেষণা।
৬. বন বিষয়ক উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ মাঠ-পর্যায়ে ভোক্তাগোষ্ঠিকে এবং দেশের বনবিদ্যা বিষয়ে গবেষক, শিক্ষার্থী ও সংশ্লিষ্টদের পরিজ্ঞাতকরণ।

১.৩.২ আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ:

১. দক্ষতার সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন
২. দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন
৩. তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন
৪. উদ্ভাবন ও অভিযোগ প্রতিকারের মাধ্যমে সেবার মান উন্নয়ন
৫. আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন

১.৪ কার্যাবলি (Functions):

বন ও বনজ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বন ব্যবস্থাপনা ও বনজ সম্পদ উইং এর অধীনে ১৭টি গবেষণা বিভাগ ও একটি শাখার আওতায় ল্যাবরেটরি ও মাঠপর্যায়ে গবেষণা কর্মকান্ড পরিচালনা করা।

১. কাঠ ও অকাষ্ঠল বনজ সম্পদের গুনাগুন উন্নয়ন, সুষ্ঠু ব্যবহার ও বাণিজ্যিক পণ্য উদ্ভাবন বিষয়ক গবেষণা।
২. মাতৃবৃক্ষ নির্বাচন, বীজ উৎপাদন এলাকা চিহ্নিতকরন, গুনগতমান সম্পন্ন বীজ হতে চারা উৎপাদন বৃদ্ধির উপর গবেষণা।

৩. উপকুলীয় অঞ্চলে বন সৃজন ও অধিবাসীদের আর্থসামাজিক উন্নয়নে গবেষণা পরিচালনা।

৪. টিস্যু কালচারের মাধ্যমে বাঁশের বংশ বিস্তার ও বিলুপ্ত প্রায় গাছের সংরক্ষনে গবেষণা কার্যক্রম।

৫. বন্যপ্রাণীসহ জীববৈচিত্র সংরক্ষন ও উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা।

৬. নার্সারি, বন বাগান ও ঔষধি উদ্ভিদের পোকামাকড় ও রোগ বলাই দমন বিষয়ক গবেষণা।

৭. সুন্দরবনের পরিবেশ, প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র সংরক্ষণ ও উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা।

৮. প্রাকৃতিক বনের উদ্ভিদ ও মাটির কার্বনের পরিমাণ নির্ণয়।

৯. কাষ্ঠল ও অকাষ্ঠল বিলুপ্ত প্রায় উদ্ভিদের নার্সারি ও বনায়ন কৌশল উদ্ভাবন এবং সংরক্ষণী প্লট সৃষ্টি করা।

১০. বাঁশ, বেত ও ভেষজ উদ্ভিদ সহ অকাষ্ঠল ও অর্থকরী বনজ সম্পদের উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক গবেষণা।

১১. বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, সেমিনার, বিজ্ঞাপন, প্রকাশনা ইত্যাদির মাধ্যমে উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ মাঠ-পর্যায়ে সম্প্রসারণ ও সম্প্রচার করা।

সেকশন২ : মন্ত্রণালয়/বিভাগের বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact)

চূড়ান্ত ফলাফল/ প্রভাব	চূড়ান্ত ফলাফল সূচক	একক	ভিত্তি বছর ২০১৫-১৬	প্রকৃত অর্জন* ২০১৬-১৭	লক্ষ্যমাত্রা ২০১৭-১৮	প্রক্ষেপণ		নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে যৌথভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহের নাম	উপাত্তসূত্র
						২০১৮-১৯	২০১৯-২০		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
গাছ বা বাঁশের গুণগত মান উন্নয়ন।	১.২.১] আয়ুষ্কাল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত কাঠ ও বাঁশের প্রজাতি	সংখ্যা	৪	৫	৪	৫	৬	কাষ্ঠ সংরক্ষণ বিভাগ	
দ্রুত আগর সঞ্চয়ন	১.৩.১] আগর গাছের সম্পূর্ণ কান্ডে স্বল্প সময়ে উন্নতমানের রেজিন সঞ্চয়ন সংক্রান্ত গবেষণা।	পরীক্ষণ সংখ্যা	২৫	৩০	৩৫	৪০	-	বন রসায়ন বিভাগ	
বনজ সম্পদের সাশ্রয় এবং সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত হবে।	১.৫.১] বিভিন্ন প্রজাতির কাঠ হতে তৈরিকৃত নতুনবোর্ড।	সংখ্যা	৮	১০	০৫	০৫	০৫	কাষ্ঠ যোজনা বিভাগ	
জনসচেতনতার মাধ্যমে বনজ সম্পদ উন্নয়ন।	২.১.১] বিতরণকৃত চারা।	সংখ্যা	২৫,০০০	৪৩,০০০	৪৫,০০০	৪৭,০০০	৫০,০০০	বীজ বাগান বিভাগ, সিলভিকালচার গবেষণা বিভাগ	
	২.২.৩] বীজ বাগান সৃজন ও ব্যবস্থাপনা	হেক্টর	৩	২.৫	১০	১০	-	বীজ বাগান বিভাগ	
বনজ বৃক্ষের ব্যবহারের উপর চাপ হ্রাস করা।	২.৫.১] কঞ্চি কলমের মাধ্যমে উত্তোলিত বাঁশের চারা দ্বারা ব্যাপক বংশ বিস্তার	সংখ্যা	৮০০০	৯০০০	১০০০০	১২০০০	১৫০০০	সিলভিকালচার জেনেটিক্স বিভাগ	
	২.৫.২] বিলুপ্তপ্রায় গাছের সংরক্ষণ	সংখ্যা	০৫	০৬	০৭	০৮	০৯	সিলভিকালচার জেনেটিক্স বিভাগ	
বিলুপ্তপ্রায় বাঁশ এবং বৃক্ষ প্রজাতি সংরক্ষণ করা।	২.৬.১] বাঁশের টিস্যু কালচারজাত চারা	সংখ্যা	১১০০	১২০০	১৩০০	১৫০০	২০০০	সিলভিকালচার জেনেটিক্স বিভাগ	
উপকূলীয় টেকসই বন সৃজনের লক্ষ্যে কেওড়া বনের অভ্যন্তরে ম্যানগ্রোভ এবং নন-ম্যানগ্রোভ প্রজাতির বনায়ন সৃজন।	৩.২.১] উপকূলীয় অঞ্চলে কেওড়া বনের অভ্যন্তরে ম্যানগ্রোভ এবং নন-ম্যানগ্রোভ প্রজাতির বনায়ন সৃজনের জন্য চারা উত্তোলন।	সংখ্যা	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০	প্লান্টেশন ট্রায়াল ইউনিট বিভাগ	
	৩.২.২] উপকূলীয় অঞ্চলেকেওড়া বনের অভ্যন্তরে ম্যানগ্রোভ এবং নন-ম্যানগ্রোভ প্রজাতির সৃজিত বন	হেক্টর	০৫	০৫	৩০	৩০	৩০	প্লান্টেশন ট্রায়াল ইউনিট বিভাগ	
বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে কেওড়া বনের অভ্যন্তরে গৌণ ম্যানগ্রোভ প্রজাতির বনায়ন।	৩.৫.১] বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে কেওড়া বনের অভ্যন্তরে গৌণ ম্যানগ্রোভ প্রজাতির চারা উত্তোলন	সংখ্যা	-	-	১৫,০০০	১৭,০০০	২০,০০০	প্লান্টেশন ট্রায়াল ইউনিট বিভাগ	
	৩.৫.২] বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে কেওড়া বনের অভ্যন্তরে গৌণ ম্যানগ্রোভ প্রজাতির বাগানের পরিমাণ	হেক্টর	-	-	৪	৪	৪	প্লান্টেশন ট্রায়াল ইউনিট বিভাগ	

সেকশন ৩ : কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ

কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of Strategic Objective)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicators)	ভিত্তিবছর (Base Year) ২০১৫-১৬	প্রকৃত অর্জন* ২০১৬-১৭	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৭-১৮ (Target /Criteria Value for FY 2017-18)					প্রক্ষেপণ (Projection) ২০১৮-১৯	প্রক্ষেপণ (Projection) ২০১৯-২০
								অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
								১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
মন্ত্রণালয়/ বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্য সমূহ														
[১] কাষ্ঠল ও অকাষ্ঠল বনজ সম্পদের গুনাগুন	১২.০০	১.১] রাসায়নিক মন্ড তৈরিতে আকাশমনি ও গামার গাছের বয়সের ভিন্নতার প্রভাব নির্ণয়	১.১.১] নির্দিষ্ট প্রজাতির বয়সের ভিন্নতার সংখ্যা	সংখ্যা	২.০০	-	-	৫	৪	৩	২	১	৫	-
উন্নয়ন, সুষ্ঠু ব্যবহার ও বাণিজ্যিক পণ্য উদ্ভাবন বিষয়ক গবেষণা।		১.২] গবেষণার মাধ্যমে কাঠ ও বাঁশের প্রজাতির আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি	১.২.১] আয়ুষ্কাল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত কাঠ ও বাঁশের প্রজাতি	সংখ্যা	২.০০	৪	৫	৪	৪	৩	৩	২	৫	৬
		১.৩] আগর গাছের সম্পূর্ণ কান্ডে স্বল্প সময়ে উন্নতমানের রেজিন সঞ্চয়ন সংক্রান্ত গবেষণা।	১.৩.১] আগর গাছের সম্পূর্ণ কান্ডে স্বল্প সময়ে উন্নতমানের রেজিন সঞ্চয়ন সংক্রান্ত গবেষণা।	পরীক্ষণ সংখ্যা	২.০০	২৫	৩০	৩৫	৩২	২৮	২৫	২১	৪০	-
		১.৪] গবেষণার মাধ্যমে বাঁশের কম্পোজিট হতে আসবাবপত্র তৈরির প্রযুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান।	১.৪.১] প্রশিক্ষিত উপকারভোগী।	সংখ্যা	২.০০	-	২৫০	২৮০	২৬০	২৪০	২২০	২০০	৩০০	৩২০
		১.৫] গবেষণার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রজাতির কাঠ হতে নতুন বোর্ড তৈরি করা।	১.৫.১] বিভিন্ন প্রজাতির কাঠ হতে তৈরিকৃত নতুনবোর্ড।	সংখ্যা	২.০০	৯	১০	১১	১০	০৯	০৮	০৭	১২	১৩
		১.৬] তাপ প্রয়োগে কাঠের ভৌত ও যান্ত্রিক গুণাগুণ নির্নয়	১.৬.১] তাপ প্রয়োগে কাঠের ভৌত ও যান্ত্রিক গুণাগুণ নির্নয়।	সংখ্যা	২.০০	-	-	০৮	০৭	০৬	০৫	০৪	০৯	১০
[২] বন ও বনজ সম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধি	২১.০০	২.১] গবেষণার মাধ্যমে উত্তোলিত উন্নত গুণসম্পন্ন চারা বিতরণ।	২.১.১] বিতরণকৃত চারা।	সংখ্যা	৩.০০	৪২,০০০	৪৩,০০০	৪৬,০০০	৪৫,০০০	৪৪,০০০	৪৩,০০০	৪২,০০০	৪৮,০০০	৫০,০০০
		২.২] বীজ বাগান সৃজন	২.২.১] উন্নতমানের	কেজি	১.০০	২০০	২৫০	২৭৩	২৪৬	২১৯	১৯২	১৬৪	৩০০	-

কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of Strategic Objective)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicators)	ভিত্তিবছর (Base Year) ২০১৫-১৬	প্রকৃত অর্জন* ২০১৬-১৭	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৭-১৮ (Target /Criteria Value for FY 2017-18)					প্রক্ষেপণ (Projection) ২০১৮-১৯	প্রক্ষেপণ (Projection) ২০১৯-২০
								অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
								১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
এবং বীজের গুনগত মান বৃদ্ধি বিষয়ক গবেষণা।		এবং ব্যবস্থাপনা	বীজ উৎপাদন।											
			২.২.২] বাগান সৃজনের জন্য চারা উত্তোলন।	সংখ্যা	১.০০	২১,০০০	৭,৫০০	২২,০০০	১৯,৮০০	১৭,৬০০	১৫,৪০০	১৩,২০০	২৫,০০০	-
			২.২.৩] বীজ বাগান সৃজন ও ব্যবস্থাপনা।	হেক্টর	২.০০	৭	২.৫	১০	৯	৮	৭	৬	১০	-
		২.৩] গবেষণার মাধ্যমে গুনগত মানসম্পন্ন সেগুন, গর্জন, ঢাকিজাম এবং আগর গাছের কলম সিজনের লক্ষ্যে র‍্যামেট তৈরি।	২.৩.১] সৃজীত র‍্যামেট।	সংখ্যা	২.০০		১২৫০	৩০০০	২৭০০	২৪০০	২১০০	১৮০০	৪০০০	-
		২.৪] পাল্প উৎপাদনের জন্য জিগনি/ নালিতার বনায়ন কৌশল উন্নয়ন	২.৪.১] পাল্প উৎপাদনের জন্য জিগনি/ নালিতার নার্সারির কৌশল।	সংখ্যা	১.০০	-	-	৬,০০০	৫,৪০০	৪,৮০০	৪,২০০	৩,৬০০	৬,০০০	৬,০০০
			২.৪.২]বাগান সৃজন।	হেক্টর	২.০০	-	-	২	১.৮	১.৬	১.৪	১.২	২	২
		২.৫] বাঁশের ব্যাপক বংশ বিস্তার ও বিলুপ্তপ্রায় গাছের সংরক্ষণ	২.৫.১] কঞ্চি কলমের মাধ্যমে উত্তোলিত বাঁশের চারা দ্বারা ব্যাপক বংশ বিস্তার।	সংখ্যা	২.০০	৮,০০০	৯,০০০	১০,০০০	৯,০০০	৮,০০০	৭,০০০	৮,০০০	১২,০০০	১৫,০০০
			২.৫.২] বিলুপ্তপ্রায় গাছের সংরক্ষণ।	সংখ্যা	১.০০	০৫	০৬	০৭	০৬	০৬	০৪	০৪	০৮	০৯
		২.৬] বাঁশের চারা তৈরির জন্য টিস্যু কালচার কৌশল উদ্ভাবন	২.৬.১] বাঁশের টিস্যু কালচারজাত চারা ।	সংখ্যা	২.০০	১,১০০	১,২০০	১,৩০০	১,১৭০	১,০৪০	৯১০	৭৮০	১,৫০০	২,০০০
		২.৭] গুনগত মান সম্পন্ন চারা উৎপাদন ও দেশীয় প্রজাতির গাছের সংরক্ষণ	২.৭.১] গুনগত মান সম্পন্ন চারা উৎপাদন।	সংখ্যা	২.০০	৩৫,০০০	২০,০০০	৩০,০০০	২৭,০০০	২৪,০০০	২১,০০০	১৮,০০০	--	--
			২.৭.২] দেশীয় বৃক্ষ প্রজাতির সংরক্ষণ।	হেক্টর	২.০০	২.৫	০.৫	৮	৭.২	৬.৪	৫.৬	৪.৮	-	-

কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of Strategic Objective)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicators)	ভিত্তিবছর (Base Year) ২০১৫-১৬	প্রকৃত অর্জন* ২০১৬-১৭	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৭-১৮ (Target /Criteria Value for FY 2017-18)					প্রক্ষেপণ (Projection) ২০১৮-১৯	প্রক্ষেপণ (Projection) ২০১৯-২০
								অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
								১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
৩. জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বন ও বনজ সম্পদ বিপর্যয় রোধকল্পে গবেষণা।	১৮.০০	৩.১] উপকূলীয় অঞ্চলের বাঁশ ও বেত চাষাবাদ।	৩.১.১] উপকূলীয় অঞ্চলের বসতভিটায় বাঁশ ও বেত চাষাবাদের জন্য চারা উত্তোলন।	সংখ্যা	১.৫০	১১,০০০	৩,৭০০	২,০০০	১,৮০০	১,৬০০	১,৪০০	১,২০০	২,২০০	২,৫০০
			৩.১.২] উপকূলীয় অঞ্চলের বসতভিটায় বাঁশ ও বেতের চাষাবাদকৃত বাগান।	হেক্টর	১.৫০			২.১৪	২.০০	১.৯০	১.৮০	১.৭০	২.১৪	২.১৪
		৩.২]উপকূলীয় অঞ্চলের বাগানের ব্যবস্থাপনা ও তদারকি	৩.২.১] উপকূলীয় অঞ্চলে কেওড়া বনের অভ্যন্তরে ম্যানগ্রোভ এবং নন-ম্যানগ্রোভ প্রজাতির বনায়ন সৃজনের জন্য চারা উত্তোলন।	সংখ্যা	২.০০	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০	৯,০০০	৮,০০০	৭,০০০	৬,০০০	১০,০০০	১০,০০০
			৩.২.২] উপকূলীয় অঞ্চলে কেওড়া বনের অভ্যন্তরে ম্যানগ্রোভ এবং নন-ম্যানগ্রোভ প্রজাতির সৃজিত বন	হেক্টর	১.০০	০৫	০৫	৩০	২৭	২৪	২১	১৮	৩০	৩০
		৩.৩] সুন্দরবনের ভেজিটেশন এবং রিজেনারেশনের অবস্থা পর্যবেক্ষণ	৩.৩.১] সুন্দরবনের ভেজিটেশন এবং রিজেনারেশনের অবস্থা পর্যবেক্ষণের লক্ষ্যে পিএসপি স্থাপন।	সংখ্যা	৩.০০	৩০	৩০	৩০	২৭	২৪	২১	১৮	৩০	--
		৩.৪] সুন্দরবনে স্থাপিত ম্যানগ্রোভ আরবোরেটাম ব্যবস্থাপনা	৩.৪.১] সুন্দরবনে স্থাপিত ম্যানগ্রোভআরবোরেটাম ব্যবস্থাপনা।	হেক্টর	৩.০০	৬০	৬০	৬০	৫৪	৪৮	৪২	৩৬	৬০	৬০

কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of Strategic Objective)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicators)	ভিত্তিবছর (Base Year) ২০১৫-১৬	প্রকৃত অর্জন* ২০১৬-১৭	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৭-১৮ (Target /Criteria Value for FY 2017-18)					প্রক্ষেপণ (Projection) ২০১৮-১৯	প্রক্ষেপণ (Projection) ২০১৯-২০
								অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
								১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
		৩.৫] বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে কেওড়া বনের অভ্যন্তরে গৌণ ম্যানগ্রোভ প্রজাতির বনায়ন কৌশল	৩.৫.১] বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে কেওড়া বনের অভ্যন্তরে গৌণ ম্যানগ্রোভ প্রজাতির চারা উত্তোলন।	সংখ্যা	৩.০০	-	-	১৫,০০০	১৩,৫০০	১২,০০০	১০,৫০০	৯,০০০	১৭,০০০	২০,০০০
			৩.৫.২] বাগানের পরিমাণ।	হেক্টর	১.০০	-	-	৪.০	৩.৬	৩.২	২.৮	২.৪	০৪	০৪
		৩.৬] উপকূলীয় অঞ্চলের লবন সহিষ্ণু ফলদ এবং ঔষধি গাছ নির্বাচন বিষয়ে গবেষণা	৩.৬.১] উপকূলীয় অঞ্চলের লবন সহিষ্ণু ফলদ গাছের চারা উত্তোলন।	সংখ্যা	১.০০	৮,৪০০	৮,৪০০	৯,০০০	৮,১০০	৭,২০০	৬,৩০০	৫,৪০০	৯,৫০০	১০,০০০
			৩.৬.২] উপকূলীয় অঞ্চলের লবণ সহিষ্ণু ঔষধি গাছের চারা উত্তোলন।	সংখ্যা	১.০০	-	-	১৮,০০০	১৬,২০০	১৪,৪০০	১২,৬০০	১০,৮০০	১৯,০০০	২০,০০০
			৩.৬.৩]বাগানের পরিমাণ।	হেক্টর	১.০০	-	-	০৮	৭.২	৬.৪	৫.৬	৪.৮	০৮	০৮
৪. মৃত্তিকার গুনাগুন উন্নয়ন, নার্সারি ও বন বাগানে পোকামাকড় ও রোগ-বালাই দমন এবং বন্যপ্রাণী সহ জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা	১১.০০	৪.১] দাঁতমারা রাবার বাগানে সমন্বিত মৃত্তিকা উর্বরতা ব্যবস্থাপনার প্রভাব	৪.১.১] দাঁতমারা রাবার বাগানে সমন্বিত মৃত্তিকা উর্বরতা ব্যবস্থাপনার প্রভাব নিরূপণের জন্য পরীক্ষামুলক প্লট স্থাপন।	হেক্টর	২.০০	০২	০২	০২	১.৮	১.৬	১.৪	১.২	-	-
		৪.২] মৃত্তিকার তারতম্য এবং বৃক্ষ প্রজাতি ভেদে বিভিন্ন বনাঞ্চলে বৃক্ষের সঞ্চিত কার্বনের পরিমাণ নির্ণয়	৪.২.১] সঞ্চিত কার্বনের পরিমাণ নির্ণয়ের জন্য বৃক্ষ প্রজাতির নমুনা সংগ্রহ।	সংখ্যা	১.০০	২০	২০	২০	১৮	১৬	১৪	১২	--	--

কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of Strategic Objective)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicators)	ভিত্তিবছর (Base Year) ২০১৫-১৬	প্রকৃত অর্জন* ২০১৬-১৭	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৭-১৮ (Target /Criteria Value for FY 2017-18)					প্রক্ষেপণ (Projection) ২০১৮-১৯	প্রক্ষেপণ (Projection) ২০১৯-২০
								অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
								১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
বিষয়ক গবেষণা			৪.২.২] সঞ্চিত কার্বনের পরিমাণ নির্ণয়ের জন্য মৃত্তিকার নমুনা সংগ্রহ।	সংখ্যা	১.০০	১০০	১০০	১০০	৮০	৭০	৬০	৫০	১০০	১০০
		৪.৩] রাবার বাগান ও নার্সারির প্রধান পোকা-মাকড় ও রোগ-বালাই ব্যবস্থাপনা	৪.৩.১] রাবার বাগান ও নার্সারির প্রধান পোকা-মাকড় সনাক্তকরণ।	উদ্ভিদ প্রজাতি সংখ্যা	১.৫০	-	-	০৩	০৩	০২	০২	০১	-	-
			৪.৩.২] রাবার বাগান ও নার্সারির প্রধান পোকা-মাকড় ও রোগ-বালাই ব্যবস্থাপনার সংখ্যা ।	রোগ-বালাই সংখ্যা	১.৫০	-	-	০৩	০৩	০২	০২	০১	-	-
		৪.৪] কক্সবাজারের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারি পার্কে নিশাচর বন্যপ্রাণীর অবস্থার উপর গবেষণা	৪.৪.১] ক্যামেরা ট্র্যাপের মাধ্যমে কক্সবাজারের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারি পার্কে নিশাচর বন্যপ্রাণীর প্রজাতির জরিপ।	সংখ্যা	১.০০	-	-	০৮	০৮	০৭	০৬	০৫	--	--
			৪.৪.২] ক্যামেরা ট্র্যাপের মাধ্যমে কক্সবাজারের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারি পার্কে নিশাচর বন্যপ্রাণীর প্রজাতির সংখ্যা	সংখ্যা	১.০০	-	-	০৮	০৮	০৭	০৬	০৫	-	-
		৪.৫] বিএফআরআই ক্যাম্পাসের পাখি ও নিশাচর স্তন্যপায়ী	৪.৫.১] বিএফআরআই ক্যাম্পাসের পাখির	সংখ্যা	১.০০		-	১৫	১৪	১২	১১	০৯	২০	২৫

কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of Strategic Objective)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicators)	ভিত্তিবছর (Base Year) ২০১৫-১৬	প্রকৃত অর্জন* ২০১৬-১৭	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৭-১৮ (Target /Criteria Value for FY 2017-18)					প্রক্ষেপণ (Projection) ২০১৮-১৯	প্রক্ষেপণ (Projection) ২০১৯-২০
								অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
								১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
		বন্যপ্রাণী উপর গবেষণা	বর্তমান সংখ্যা নিরূপণ।											
			৪.৫.২] বিএফআরআই ক্যাম্পাসের নিশাচর স্তন্যপায়ী বন্যপ্রাণীর বর্তমান সংখ্যা নিরূপণ।	সংখ্যা	১.০০			০৫	০৪	০৩	০২	০১	০৭	১০
[৫] বাঁশ, বেত ও ভেষজ উদ্ভিদসহ অন্যান্য অকাষ্ঠল বনজ সম্পদের উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক গবেষণা।	৯.০০	৫.১] ভেষজ উদ্ভিদ ও ১০ প্রজাতির বেতের চারা উত্তোলন এবং বাগান সৃজন	৫.১.১] ভেষজ উদ্ভিদ ও ১০ প্রজাতির বেতের চারা উত্তোলন।	সংখ্যা	১.০০	১১,০০০	১২,০০০	১৪,৫০০	১৩,০৫০	১১,৬০০	১০,১৫০	৮,৭০০	১৪,৫০০	১৪,৫০০
			৫.১.২] ভেষজ উদ্ভিদ ও ১০ প্রজাতির বেতের বাগান সৃজন	হেক্টর	১.০০	২.২৫	২.৫০	২.৫০	২.২৫	২.০০	১.৭৫	১.৫০	২.৬০	২.৭০
		৫.২] ঔষধি গাছের জার্মপ্লাজম সংরক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনার উপর গবেষণা	৫.২.১] ঔষধি গাছের জার্মপ্লাজম সংরক্ষণের জন্য প্রজাতি সংগ্রহ।	সংখ্যা	৩.০০	১০	১২	১২	১১	১০	৮	৭	১২	১২
		৫.৩]কাপ্তাই ন্যাশনাল পার্ক এলাকার উদ্ভিদের সংখ্যা ও এদের পুর্নজন্মের হার নির্ণয়ের উপর গবেষণা	৫.৩.১] কাপ্তাই ন্যাশনাল পার্ক এলাকার উদ্ভিদের সংখ্যা ও এদের পুর্নজন্মের হার নির্ণয়।	সংখ্যা	২.০০	-	-	১০০	৯০	৮০	৭০	৬০	১২০	১৪০
[৬] বন বিষয়ক উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ পেটেন্টকরণ ও মাঠ-পর্যায়ে ভোক্তাগোষ্ঠিকে	১৪.০০	৬.১] বন বিষয়ক উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ পেটেন্টকরণ	৬.১.১] পেটেন্টকৃত প্রযুক্তিসমূহ।	সংখ্যা	১.০০	-	২	২	২	২	১	১	৩	৪
		৬.২] ইনস্টিটিউট এর কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের এবং ভোক্তা সাধারণের জন্য প্রশিক্ষণ	৬.২.১] ইনস্টিটিউট এর কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণ।	সংখ্যা	২.০০	১৪	১৫	১৬	১৫	১৪	১২	১১	১৭	১৮

কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of Strategic Objective)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicators)	ভিত্তিবছর (Base Year) ২০১৫-১৬	প্রকৃত অর্জন* ২০১৬-১৭	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৭-১৮ (Target /Criteria Value for FY 2017-18)					প্রক্ষেপণ (Projection) ২০১৮-১৯	প্রক্ষেপণ (Projection) ২০১৯-২০
								অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
								১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
এবং দেশের বনবিদ্যা বিষয়ে গবেষক, শিক্ষার্থী ও সংশ্লিষ্টদের পরিজ্ঞাতকরন			৬.২.২] ইনস্টিটিউট এর ভোক্তাসাধারণের জন্য প্রশিক্ষণ।	সংখ্যা	২.০০	১৮	২০	২১	১৯	১৭	১৫	১৩	২২	২৩
		৬.৩] সেমিনার/ মেলায় অংশগ্রহন/ ওয়ার্কশপ আয়োজন	৬.৩.১] সেমিনার/ ওয়ার্কশপ, মেলায় অংশগ্রহন।	সংখ্যা	৩.০	৯	৯	৯	৭	৬	৫	৪	৯	৯
		৬.৪] প্রিন্ট/ ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াতে বিজ্ঞাপন	৬.৪.১] প্রিন্ট/ ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াতে বিজ্ঞাপন।	সংখ্যা	৩.০	৩০	৩০	৩০	২৮	২৬	২৪	২২	৩০	৩০
		৬.৫] গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশনা	৬.৫.১] প্রকাশনা	সংখ্যা	৩.০	১০	১২	১৫	১৪	১৩	১২	১১	১৭	১৭

আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

কলাম-১	কলাম-২	কলাম-৩	কলাম-৪		কলাম-৫	কলাম-৬				
কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	**কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান** (Weight of Strategic Objectives)	**কার্যক্রম** (Activities)	**কর্মসম্পাদন সূচক** (Performance Indicator)	**একক** (Unit)	**কর্মসম্পাদন সূচকের মান** (Weight of PI)	**লক্ষ্যমাত্রার মান-২০১৭-১৮**				
						অসাধারণ (Excellent)	অতি উত্তম (Very Good)	উত্তম (Good)	চলতি মান (Fair)	চলতিমানের নিম্নে (Poor)
						১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%
দক্ষতার সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন	৪	২০১৭-১৮ অর্থবছরের খসড়া বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি দাখিল	নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে খসড়া চুক্তি মন্ত্রণালয়/বিভাগে দাখিলকৃত	তারিখ	০.৫	১৯ এপ্রিল	২৩ এপ্রিল	২৫ এপ্রিল	২৬ এপ্রিল	২৭ এপ্রিল
		মাঠপর্যায়ের কার্যালয়সমূহের সঙ্গে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর	নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত	তারিখ	১	১৫ জুন	১৮ জুন	১৯ জুন	২০ জুন	২১ জুন
		২০১৬-১৭ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিল	নির্ধারিত তারিখে মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিলকৃত	তারিখ	১	১৬ জুলাই	১৮ জুলাই	১৯ জুলাই	২০ জুলাই	২৩ জুলাই
		২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ	ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন দাখিলকৃত	সংখ্যা	০.৫	৪	৩	-	-	-
		২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অর্ধবার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিল	নির্ধারিত তারিখে অর্ধবার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিলকৃত	তারিখ	১	১৪ জানুয়ারি	১৬ জানুয়ারি	১৮ জানুয়ারি	২১ জানুয়ারি	২২ জানুয়ারি
কার্যপদ্ধতি ও সেবার মানোন্নয়ন	৯	ই-ফাইলিং পদ্ধতি বাস্তবায়ন	ই-ফাইলে নথি নিষ্পত্তিকৃত	%	১	৪০	৩৫	৩০	২৫	২০
		ইউনিকোড ব্যবহার নিশ্চিত করা	ইউনিকোড ব্যবহার নিশ্চিতকৃত	%	০.৫	১০০	৯৫	৯০	৮৫	৮০
		পিআরএল শুরুর ২ মাস পূর্বে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর পিআরএল ও ছুটি নগদায়ন যুগপৎ জারি নিশ্চিতকরণ	পিআরএল ও ছুটি নগদায়ন যুগপৎ জারিকৃত	%	০.৫	১০০	৯০	৮০	-	-
		সিটিজেন্স চার্টার অনুযায়ী সেবা প্রদান	প্রকাশিত সিটিজেন্স চার্টার অনুযায়ী সেবা প্রদানকৃত	%	১	১০০	৯০	৮০	৭০	৬০
		অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বাস্তবায়ন	নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগ	%	১	৯০	৮০	৭০	৬০	৫০
		সেবার মান সম্পর্কে সেবাগ্রহীতাদের মতামত পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা চালু করা	সেবার মান সম্পর্কে সেবাগ্রহীতাদের মতামত পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা চালুকৃত	%	১	৮০	৭৫	৭০	৬৫	৬০

কলাম-১	কলাম-২	কলাম-৩	কলাম-৪		কলাম-৫	কলাম-৬				
কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	**কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান** (Weight of Strategic Objectives)	**কার্যক্রম** (Activities)	**কর্মসম্পাদন সূচক** (Performance Indicator)	**একক** (Unit)	**কর্মসম্পাদন সূচকের মান** (Weight of PI)	**লক্ষ্যমাত্রার মান-২০১৭-১৮**				
						অসাধারণ (Excellent)	অতি উত্তম (Very Good)	উত্তম (Good)	চলতি মান (Fair)	চলতিমানের নিম্নে (Poor)
						১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%
		দপ্তর/সংস্থায় কমপক্ষে দুইটি অনলাইন সেবা চালু করা	কমপক্ষে দুইটি অনলাইন সেবা চালুকৃত	তারিখ	১	৩১ ডিসেম্বর	৩১ জানুয়ারি	২৮ ফেব্রুয়ারি	-	-
		দপ্তর/সংস্থায় কমপক্ষে ৩টি সেবাপ্রক্রিয়া সহজীকৃত	কমপক্ষে ৩টি সেবাপ্রক্রিয়া সহজীকৃত	তারিখ	১	৩১ ডিসেম্বর	৩১ জানুয়ারি	২৮ ফেব্রুয়ারি	১৫ মার্চ	-
		দপ্তর/সংস্থা ও অধীনস্থ কার্যালয়সমূহের উদ্ভাবনী উদ্যোগ ও Small Improvement Project (SIP) বাস্তবায়ন	উদ্ভাবনী উদ্যোগ ও SIP-সমূহের ডাটাবেজ প্রস্তুতকৃত	তারিখ	১	৪ জানুয়ারি	১১ জানুয়ারি	১৮ জানুয়ারি	২৫ জানুয়ারি	৩১ জানুয়ারি
			উদ্ভাবনী উদ্যোগ ও SIP রেপ্লিকেটেড	সংখ্যা	১	২৫	২০	১৫	১০	-
আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন	৩	অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি	অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকৃত	%	১	৫০	৪৫	৪০	৩৫	৩০
		স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তির হালনাগাদ তালিকা প্রস্তুত করা	স্থাবর সম্পত্তির হালনাগাদ তালিকা	তারিখ	১	১ ফেব্রুয়ারি	১৫ ফেব্রুয়ারি	২৮ ফেব্রুয়ারি	২৮মার্চ	১৫এপ্রিল
			অস্থাবর সম্পত্তির হালনাগাদ তালিকা	তারিখ	০.৫	১ ফেব্রুয়ারি	১৫ ফেব্রুয়ারি	২৮ ফেব্রুয়ারি	২৮মার্চ	১৫এপ্রিল
		দপ্তর/সংস্থায় কল্যাণ কর্মকর্তা নিয়োগ করা	কল্যাণ কর্মকর্তা নিয়োগকৃত ও ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	তারিখ	০.৫	১৫ অক্টোবর	২৯ অক্টোবর	১৫ নভেম্বর	৩০ নভেম্বর	১৪ ডিসেম্বর
দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন	২	সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন বিষয়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজন	প্রশিক্ষণের সময়	জনঘণ্টা	১	৬০	৫৫	৫০	৪৫	৪০
		জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন	২০১৭-১৮ অর্থবছরের শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণীত ও দাখিলকৃত	তারিখ	০.৫	১৩ জুলাই	৩১ জুলাই	-	-	-
			নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন দাখিলকৃত	সংখ্যা	০.৫	৪	৩	-	-	-
তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন	২	তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ	তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকৃত	%	০.৫	১০০	৯০	৮৫	৮০	৭৫
		সবপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ	সবপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশিত	%	০.৫	১০০	৯০	৮৫	৮০	৭৫
		বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশ	বার্ষিক প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	তারিখ	১	১৫ অক্টোবর	২৯ অক্টোবর	১৫ নভেম্বর	৩০ নভেম্বর	১৪ ডিসেম্বর

আমি, পরিচালক, বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট, সচিব, পরিবেশ ও বনমন্ত্রণালয় এর নিকট অঙ্গীকার করছি যে, এই চুক্তিতে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে সচেষ্ট থাকব।

আমি, সচিব, পরিবেশ ও বনমন্ত্রণালয়, পরিচালক, বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট এর নিকট অঙ্গীকার করছি যে, এই চুক্তিতে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করব।

স্বাক্ষরিত :

১৫.০৬.২০১৯

পরিচালক
বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট

তারিখ

১৫.০৬.২০১৯

সচিব
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

তারিখ

সংযোজনী-১:

শব্দসংক্ষেপ **(Acronyms)**

ক্রমিক নম্বর	শব্দসংক্ষেপ (Acronyms)	বিবরণ
১	বিএফআইডিসি	বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন
২	বিএফআরআই	বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট
৩	বিসিএসআইআর	বাংলাদেশ শিল্প গবেষণা পরিষদ
৪	বার্ড	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি
৫	কেপিএম	কর্ণফুলি পেপার মিল
৬	বিএআরআই	বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
৭	বিএআরসি	বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল
৮	বিপিএটিসি	বাংলাদেশ লোকপ্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
৯	PSP	Permanent Sample Plot
১০	PTU	Plantation Trial Unit
১১	MDF	Medium Density Fiberboard

সংযোজনী- ২: **কর্মসম্পাদন সূচক সমূহ, বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থাসমূহ এবং পরিমাপ পদ্ধতি**

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	বিবরণ	বাস্তবায়নকারী দপ্তরসংস্থা/	পরিমাপ পদ্ধতি এবং উপাত্তসূত্র	সাধারণ মন্তব্য
১.১] রাসায়নিক মন্ড তৈরিতে আকাশমনি ও গামার গাছের বয়সের ভিন্নতার প্রভাব নির্ণয়।	[১.১.১] নির্দিষ্ট প্রজাতির বয়সের ভিন্নতার সংখ্যা।	মণ্ড তৈরিতে ব্যবহৃত পাল্প উড এর রোটেশন সময়কাল সাধারণত: ১২ বছর। অপরদিকে মন্ড শিল্প কারখানার কাঁচামালের সংকট দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। রোটেশন সময়কালকমানোর লক্ষ্যে বিভিন্ন (৪,৬,৮,১০ এবং ১২ বছর) বয়সের গামার ও আকাশমনির চিপস তৈরি করা হয় এবং এই চিপসগুলিকে চালুনি দিয়ে বাছাই করে পাল্প তৈরির উপযুক্ততা নির্ণয় করা হবে। বিভিন্ন ক্ষারীয় মাত্রার কুকিং কেমিক্যাল প্রয়োগ করে মন্ড তৈরি করা হবে এবং বিভিন্ন ভৌত পরীক্ষার মাধ্যমে গুণগত মান নির্ণয় করা হবে।	বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট	বিএফআরআই এর বার্ষিক গবেষণা অগ্রগতির প্রতিবেদন	মন্ডের কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহার করা যাবে।
১.২] গবেষণার মাধ্যমে কাঠ ও বাঁশের প্রজাতির আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি।	১.২.১] আয়ুষ্কাল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত কাঠ ও বাঁশের প্রজাতি।	পরিবেশবান্ধব এবং প্রাকৃতিক উপাদান ব্যাবহার করে গাছ বা বাঁশের গুনগত মান উন্নয়নের উপর গবেষণা। উপকারভোগীদের তালিকাঃ পান চাষী, সবজি চাষী, ফার্ণিচার ব্যবসায়ী, সাধারণ জনগন, সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, ইত্যাদি।	বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট	বিএফআরআই এর বার্ষিক গবেষণা অগ্রগতির প্রতিবেদন	গাছ বা বাঁশের গুনগত মান উন্নয়ন করা যাবে।
১.৩] আগর গাছের সম্পূর্ণ কান্ডে স্বল্প সময়ে উন্নতমানের রেজিন সঞ্চয়ন সংক্রান্ত গবেষণা।	১.৩.১] আগর গাছের সম্পূর্ণ কান্ডে স্বল্প সময়ে উন্নতমানের রেজিন সঞ্চয়ন সংক্রান্ত গবেষণা।	প্রাকৃতিকভাবে আগর গাছে আগর-রেজিন সঞ্চয়ন হয় না বললেই চলে। কৃত্রিমভাবে অল্প সময়ে রেজিন সঞ্চয়নের লক্ষ্যে প্রচলিত পেরেক পদ্ধতির বিকল্প হিসেবে রাসায়নিকস/ ন্যানোপার্টিকেলস সংক্রান্ত গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। রেজিন উৎপাদন ও সঞ্চয়নে প্রভাবক হিসেবে পানিতে দ্রবীভূত রাসায়নিকস/ ন্যানোপার্টিকেলস গাছে প্রয়োগ করা হয় এবং পরবর্তীতে প্রয়োগকৃত স্থানের চারপাশে উৎপন্ন রেজিন ভৌত পরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিতকরণ করা হয়।	বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট	বিএফআরআই এর বার্ষিক গবেষণা অগ্রগতির প্রতিবেদন	কিছু কিছু রাসায়নিকস ও ন্যানোপার্টিকেলস এর ক্ষেত্রে আগর-রেজিন উৎপাদন ও সঞ্চয়নে আশাব্যঞ্জক ফলাফল পাওয়া গেছে।

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	বিবরণ	বাস্তবায়নকারী দপ্তরসংস্থা/	পরিমাপ পদ্ধতি এবং উপাত্তসূত্র	সাধারণ মন্তব্য
১.৪] গবেষণার মাধ্যমে বাঁশের কম্পোজিট হতে আসবাবপত্র তৈরির প্রযুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান ।	১.৪.১] প্রশিক্ষিত উপকারভোগী।	বাঁশের ফালি, ম্যাট এবং চিপসকে ইউরিয়া ফরমালডিহাইড গ্লু এর সাথে মিশিয়ে হট প্রেস অথবা কোল্ড প্রেস ব্যবহার করে বাঁশের কম্পোজিট তৈরির প্রযুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদানকরা হয়। উপকারভোগীদের তালিকাঃ বাঁশের যোজিতপন্য ফ্যাক্টরী, বাঁশের ফার্নিচার ফ্যাক্টরী, জিও, এনজিও এবং সাধারণ জনগন।	বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট	বিএফআরআই এর বার্ষিক গবেষণা অগ্রগতির প্রতিবেদন	বাঁশের কম্পোজিট তৈরির তৈরির প্রযুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে বনজ সম্পদের সাশ্রয় হবে।
১.৫] গবেষণার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রজাতির কাঠ হতে নতুন বোর্ড তৈরি করা।	১.৫.১] বিভিন্ন প্রজাতির কাঠ হতে তৈরিকৃত নতুনবোর্ড।	বিভিন্ন প্রজাতির কাঠ হতে মধ্যম ঘনত্বের ফাইবার বোর্ড (MDF) এবং হার্ডবোর্ড বানানো হয়। গাছের ফাইবারের সাথে ইউরিয়া ফরমালডিহাইড গ্লু মিশিয়ে হট প্রেসের মাধ্যমে MDF বোর্ড তৈরি করা হয়। MDF বোর্ড ফার্নিচার তৈরিতে ব্যবহার করা হয়। উপকারভোগীদের তালিকাঃ প্লাই এবং পার্টিকেল বোর্ড ফ্যাক্টরী, জিও, এনজিও এবং সাধারণ জনগন।	বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট	বিএফআরআই এর বার্ষিক গবেষণা অগ্রগতির প্রতিবেদন	বনজ সম্পদের সাশ্রয় এবং সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা
১.৬] তাপ প্রয়োগে কাঠের ভৌত ও যান্ত্রিক গুনাগুন নির্ণয়	১.৬.১] তাপ প্রয়োগে কাঠের ভৌত ও যান্ত্রিক গুনাগুন নির্ণয়।	প্রান্তিক ও যথাযথ কাঠের ব্যবহারের জন্য ভৌত ও যান্ত্রিক গুনাগুন নির্ণয় করা প্রয়োজন।	বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট	বিএফআরআই এর বার্ষিক গবেষণা অগ্রগতির প্রতিবেদন	কাঠের সুষ্ঠু ব্যবহার নির্ধারণ সম্ভব হবে।
২.১] গবেষণার মাধ্যমে উদ্ভাবিত উন্নত গুনসম্পন্ন সম্পন্ন চারা বিতরণ।	২.১.১] বিতরণকৃত চারা ।	গুনগত মান সম্পন্ন বীজ ও চারার বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি ও এর ব্যবহারকে জনপ্রিয়তা করার লক্ষ্যে জনসাধারনের কাছে বিতরন।	বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট	বিএফআরআই এর বার্ষিক গবেষণা অগ্রগতির প্রতিবেদন	জনসচেতনতার মাধ্যমে বনজ সম্পদ উন্নয়ন সহায়ক হবে।
২.২] বীজ বাগান সৃজন এবং ব্যবস্থাপনা।	২.২.১] উন্নতমানের বীজ উৎপাদন, চারা উত্তোলন, চারা বিতরণ, বীজ বাগান সৃজন ও ব্যবস্থাপনা।	গুনগত মানসম্পন্ন বীজের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের জন্য অধিক পরিমাণে বীজ বাগান সৃজন করা। সৃজিত বীজ বাগান সমূহের যথাযথ পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষন করা ।	বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট	বিএফআরআই এর বার্ষিক গবেষণা অগ্রগতির প্রতিবেদন	নার্সারি মালিক, বনায়নকারী এবং সাধারণ জনগণের মানসম্পন্ন বীজের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন
২.৩] গুরুত্বপূর্ণ বনজ ও	২.৩.১] গুরুত্বপূর্ণ বনজ	বৃক্ষন্নোয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ও বিলুপ্তপ্রায়	বাংলাদেশ বন গবেষণা	বিএফআরআই এর বার্ষিক	বনায়নের জন্য মানসম্পন্ন বীজ

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	বিবরণ	বাস্তবায়নকারী দপ্তরসংস্থা/	পরিমাপ পদ্ধতি এবং উপাত্তসূত্র	সাধারণ মন্তব্য
এগ্রো ফরেষ্ট্রি প্রজাতির মাতৃবৃক্ষ নির্বাচন।	ও এগ্রো ফরেষ্ট্রি প্রজাতির মাতৃবৃক্ষ নির্বাচন।	বৃক্ষপ্রজাতির গাছের অধিকতর গুনাবলীসমৃদ্ধ মাতৃবৃক্ষ নির্বাচন এবং মাতৃবৃক্ষ সমূহ থেকে বীজ ও সায়ন সংগ্রহ পূর্বক বনায়নকারীদের সরবরাহ করণ। উপকারভোগীদের তালিকাঃ সরকারী প্রতিষ্ঠান, এনজিও, নার্সারি মালিক, বনায়নকারীএবং সাধারণ জনগন।	ইনস্টিটিউট	গবেষণা অগ্রগতির প্রতিবেদন	ও সায়নের চাহিদা পূরণে ভূমিকা পালন
২.৪] পাল্প উৎপাদনের জন্য জিগনি/নালিতার বনায়ন কৌশল উন্নয়ন।	২.৪.১] পাল্প উৎপাদনের জন্য জিগনি/নালিতার চারার নার্সারির কৌশল।	পাল্প উৎপাদনের জন্য জিগনি/নালিতার নার্সারি ও বাগান উত্তোলন কৌশল উদ্ভাবনের মাধ্যমে কর্ণফুলি পেপার মিলে কাঁচামালের চাহিদাপূরণে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।	বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট	বিএফআরআই এর বার্ষিক গবেষণা অগ্রগতির প্রতিবেদন	কর্ণফুলি পেপার মিলে কাঁচামালের চাহিদা পূরণে ভূমিকা পালন
২.৫] বাঁশের ব্যাপক বংশ বিস্তার ও বিলুপ্তপ্রায় গাছের সংরক্ষণ।	২.৫.১] কঞ্চি কলমের মাধ্যমে উত্তোলিত বাঁশের চারা দ্বারা ব্যাপক বংশ বিস্তার।	বাঁশের দ্রুত বংশবিস্তারের জন্য কঞ্চি কলমের মাধ্যমে অধিক চারা উৎপাদন করে জনসাধারনের কাছে বিতরণ করা।	বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট	বিএফআরআই এর বার্ষিক গবেষণা অগ্রগতির প্রতিবেদন	বনজ বৃক্ষের ব্যবহারের উপর চাপ হ্রাস করা
২.৬] বাঁশের টিস্যু কালচার কৌশল উদ্ভাবন।	২.৬.১] বাঁশের টিস্যু কালচারজাত চারা ।	উন্নত প্রজাতির চারা এবং বিলুপ্ত ও বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতির চারা উৎপাদন করে উদ্ভিদ প্রজাতিকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করা।	বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট	বিএফআরআই এর বার্ষিক গবেষণা অগ্রগতির প্রতিবেদন	গুনগত মানসম্পন্ন চারা উৎপাদন করে বিলুপ্তপ্রায় বাঁশের প্রজাতিসংরক্ষণ করা
২.৭] গুনগত মান সম্পন্ন চারা উৎপাদন ও দেশীয় প্রজাতির গাছের সংরক্ষন।	২.৭.১] গুনগত মান সম্পন্ন চারা উৎপাদন ও দেশীয় বৃক্ষ প্রজাতির সংরক্ষণ।	গুনগত মান সম্পন্ন চারা উৎপাদন ও দেশীয় প্রজাতির গাছের সংরক্ষনের জন্য বিভিন্ন বৃক্ষরোপনকারীদের মধ্যে জনসচেতনতা তৈরি করা ।	বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট	বিএফআরআই এর বার্ষিক গবেষণা অগ্রগতির প্রতিবেদন	গুনগত মান সম্পন্ন চারা উৎপাদন ও দেশীয় প্রজাতির গাছের সংরক্ষনে বিভিন্ন বৃক্ষরোপনকারী এবং উপকারভোগীদের (সরকারী প্রতিষ্ঠান, এনজিও, নার্সারি মালিক এবং সাধারণ জনগন) মধ্যে সচেতনতা তৈরি করবে।
৩.১]উপকূলীয় অঞ্চলের বসতভিটায় বাঁশ ও বেত চাষাবাদের জন্য চারা উত্তোলন।	[৩.১.১] বসতভিটায় বাঁশ ও বেতের বীজ ও চারাউত্তোলন।	বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকার বসতবাড়ীতে বাঁশ ও বেত চাষাবাদ প্রবর্তন পদ্ধতির উপর গবেষণা করা এবং উৎপাদন বৃদ্ধি করা। উপকারভোগীদের তালিকাঃ বন বিভাগ, এনজিও এবং উপকূলীয় এলাকার কৃষক।	বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট	বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট এর বার্ষিক গবেষণা অগ্রগতির প্রতিবেদনে	উপকূলীয় এলাকার বসতবাড়ীতে বাঁশ ও বেত চাষাবাদ প্রবর্তনের মাধ্যমে বসতবাড়ীর ভেজিটেশন উন্নয়ন হবে।
৩.২] উপকূলীয় অঞ্চলে	৩.২.১] বাগানের	উপকূলীয় টেকসই বন সৃজনের লক্ষ্যে কেওড়া	বাংলাদেশ বন গবেষণা	বিএফআরআই এর বার্ষিক	উপকূলীয় টেকসই বন সৃজনের

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	বিবরণ	বাস্তবায়নকারী দপ্তরসংস্থা/	পরিমাপ পদ্ধতি এবং উপাত্তসূত্র	সাধারণ মন্তব্য
কেওড়া বনের অভ্যন্তরে ম্যানগ্রোভ এবং নন-ম্যানগ্রোভ প্রজাতির বনায়ন সৃজনের জন্য বীজ সংগ্রহ ও চারা উত্তোলন।	পরিমাণ	বনের অভ্যন্তরে ম্যানগ্রোভ প্রজাতির গবেষণা বাগান, উপকূলীয় উঁচু ভূমিতে নন-ম্যানগ্রোভ প্রজাতির গবেষণা বাগান সৃজন করা হয়েছে। দীর্ঘমেয়াদী বর্ধনহার নিরুপন এবং বীজের আধার হিসাবে বাগানগুলি রক্ষণাবেক্ষণ এবং তদারক করা হয়। উপকারভোগীদের তালিকাঃ বন বিভাগ, এনজিও এবং উপকূলীয় এলাকার কৃষকগণ।	ইনস্টিটিউট	গবেষণা অগ্রগতির প্রতিবেদন	লক্ষ্যে কেওড়া বনের অভ্যন্তরে ম্যানগ্রোভ এবং নন-ম্যানগ্রোভ প্রজাতির বনায়ন সৃজন কৌশল উদ্ভাবন করা।
৩.৩] সুন্দরবনের ভেজিটেশন এবং রিজেনারেশনের অবস্থা পর্যবেক্ষণের লক্ষ্যে পিএসপি স্থাপন।	৩.৩.১] স্থায়ী নমুনা প্লটের সংখ্যা	সুন্দরবনের বিভিন্ন এলাকায় ৩০টি স্থায়ী নমুনা প্লট স্থাপন করা হয়েছে। সেখান থেকে বছরে দুই বার ভেজিটেশন এবং রিজেনারেশনের তথ্য সংগ্রহ করা হয়। জলবায়ু পরিবর্তন জনিত প্যারামিটার সমূহ যথা- মাটি ও পানির লবণাক্ততা, ফরেস্ট ফ্লোরে পলিপতন বা মাটিক্ষয় ইত্যাদি তথ্য সংগ্রহ করা হয়।	বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট	বিএফআরআই এর বার্ষিক গবেষণা অগ্রগতির প্রতিবেদন	সুন্দরবন এলাকায় সুন্দরবন সুন্দরবন এলাকায় ভেজিটেশন এবং রিজেনারেশনের তথ্যের ভিত্তিতে জলবায়ু পরিবর্তন জনিত বিভিন্ন বিষয়ে (মাটি ও পানির লবণাক্ততা, ফরেস্ট ফ্লোরে পলিপতন বা মাটিক্ষয় ইত্যাদি) তথ্য সংগ্রহে সহায়ক হবে।
৩.৪] সুন্দরবনে স্থাপিত ম্যানগ্রোভ আরবোরেটাম ব্যবস্থাপনা	৩.৪.১] আরবোরেটামের সংখ্যা আরবোরেটামের পরিমাণ	সুন্দরবনের তিনটি লবণাক্ত এলাকায় ২০ হেক্টর করে মোট ৬০ হেক্টর এলাকায় তিনটি ম্যানগ্রোভ আরবোরেটাম (জার্মপ্লাজম) স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত এলাকায় প্রাকৃতিকভাবে জন্মানো উদ্ভিদ প্রজাতিসমূহের সাথে সুন্দরবনের অন্যান্য প্রজাতিসমূহ বনায়নের মাধ্যমে সংরক্ষণ করা এবং বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা।	বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট	বিএফআরআই এর বার্ষিক গবেষণা অগ্রগতির প্রতিবেদন	সুন্দরবন এলাকায় প্রাকৃতিকভাবে জন্মানো উদ্ভিদ প্রজাতিসমূহের বনায়নের মাধ্যমে ম্যানগ্রোভ আরবোরেটাম স্থাপন।
৩.৫]বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলেকেওড়া বনের অভ্যন্তরে গৌণ ম্যানগ্রোভ প্রজাতির বনায়ন কৌশল।	৩.৫.১] বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে কেওড়া বনের অভ্যন্তরে গৌণ ম্যানগ্রোভ প্রজাতির চারা উত্তোলন	বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলেকেওড়া বনের অভ্যন্তরে গৌণ ম্যানগ্রোভ প্রজাতির বনায়ন কৌশল নির্ণয় করা। উপকূলীয় বনের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব পর্যবেক্ষণ করা হয়।	বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট	বিএফআরআই এর বার্ষিক গবেষণা অগ্রগতির প্রতিবেদন	উপকূলীয় বন ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	বিবরণ	বাস্তবায়নকারী দপ্তরসংস্থা/	পরিমাপ পদ্ধতি এবং উপাত্তসূত্র	সাধারণ মন্তব্য
	ও বাগানের পরিমাণ।				
৩.৬] উপকূলীয় অঞ্চলের লবণ সহিষ্ণু ফলদ এবং ঔষধি গাছের চারা উত্তোলন।	৩.৬] লবণ সহিষ্ণু ফলজ এবং ঔষধি গাছের পরিমাণ।	উপকূলীয় এলাকায় লবণ সহিষ্ণু ফলদ ও ঔষধি বৃক্ষ প্রজাতি নির্বাচনের জন্য উপকূলীয় উচুঁ ভূমি এবং বসতবাড়ীতে বিভিন্ন প্রজাতির ফলদ ও ঔষধি বৃক্ষ প্রজাতির বনায়নের মাধ্যমে গবেষণা পরিচালিত হচ্ছে। উপকারভোগীদের তালিকাঃ বন বিভাগ, জিও, এনজিও এবং উপকূলীয় জনগণ।	বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট	বিএফআরআই এর বার্ষিক গবেষণা অগ্রগতির প্রতিবেদন	উপকূলীয় এলাকায় ফলদ ও ঔষধি বৃক্ষ প্রজাতি সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।
৪.১] দাঁতমারা রাবার বাগানে সমন্বিত মৃত্তিকা উর্বরতা ব্যবস্থাপনার প্রভাব নিরূপণের জন্য পরীক্ষামুলক প্লট স্থাপন।	৪.১.১] মৃত্তিকা উর্বরতার ব্যবস্থাপনার পরিমাণ।	রাবার বৃক্ষের বৃদ্ধি, কষের পরিমাণ এবং উক্ত স্থানের মৃত্তিকা উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য সমন্বিত মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনা অপরিহার্য। এ ধরণের গবেষণা কর্মকান্ড রাবার বিভাগ এবং ব্যক্তিমালিকানাধীন রাবার চাষীগণ উপকৃত হবেন।	বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট	বিএফআরআই এর বার্ষিক গবেষণা অগ্রগতির প্রতিবেদন	রাবার উৎপাদন উন্নয়নে রাবার উৎপাদনকারী ভোক্তাগোষ্ঠী উপকৃত হবেন।
৪.২] সঞ্চিত কার্বনের পরিমাণ নির্ণয়ের জন্য বৃক্ষ প্রজাতি এবং মৃত্তিকার নমুনা সংগ্রহ।	৪.২.১] সঞ্চিত কার্বনের পরিমাণ নির্ণয়ের জন্য মৃত্তিকা নমুনা সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ।	বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মৃত্তিকার উপযুক্ততার ভিত্তিতে বিভিন্ন ধরণের বনজ এবং বাঁশ প্রজাতি জন্মে। অঞ্চল এবং প্রজাতি ভেদে কার্বনের পরিমাণ নির্ণয় করার জন্য এই কর্মকান্ড পরিচালিত হচ্ছে।	বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট	বিএফআরআই এর বার্ষিক গবেষণা অগ্রগতির প্রতিবেদন	বৃক্ষের সঞ্চিত কার্বনের পরিমাণ নিরূপণে ও কার্বন ট্রেডিং এ সহায়ক হবে।
৪.৩] রাবার বাগান ও নার্সারির প্রধান পোকা-মাকড় ও রোগ-বালাই ব্যবস্থাপনা।	৪.৩.১] রাবার বাগান ও নার্সারির প্রধান পোকা-মাকড়ের সনাক্তকরণ ও রোগ-বালাই ব্যবস্থাপনা।	রাবার বাগানকে রোগবালাই থেকে মুক্ত রাখা।	বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট	বিএফআরআই এর বার্ষিক গবেষণা অগ্রগতির প্রতিবেদন	রাবার বাগান ও নার্সারির প্রধান পোকা-মাকড়ের সনাক্তকরণ ও রোগ-বালাই ব্যবস্থাপনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।
৪.৪] কক্সবাজারের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারি পার্কে নিশাচর বন্যপ্রাণীর উপর গবেষণা।	৪.৪.১] ক্যামেরা ট্র্যাপের মাধ্যমে কক্সবাজারের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারি পার্কে নিশাচর বন্যপ্রাণীর জরিপ।	ক্যামেরা ট্র্যাপের মাধ্যমে কক্সবাজারের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারি পার্কে নিশাচর বন্যপ্রাণীর বৈচিত্র্য ও বর্তমান অবস্থা, আবাসস্থল, খাদ্যাভ্যাস এবং বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনার জন্য তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের লক্ষ্যে এ গবেষণা কার্যক্রম।	বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট	বিএফআরআই এর বার্ষিক গবেষণা অগ্রগতির প্রতিবেদন	কক্সবাজারের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারি পার্কে নিশাচর বন্যপ্রাণীর বর্তমান অবস্থা এবং সংখ্যা বিষয়ে তথ্য নিরূপণে সম্ভব হবে।
৪.৫] বিএফআরআই	৪.৫.১] বিএফআরআই	বিএফআরআই ক্যাম্পাসের পাখি ও নিশাচর	বাংলাদেশ বন গবেষণা	বিএফআরআই এর বার্ষিক	বিএফআরআই ক্যাম্পাসের

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	বিবরণ	বাস্তবায়নকারী দপ্তরসংস্থা/	পরিমাপ পদ্ধতি এবং উপাত্তসূত্র	সাধারণ মন্তব্য
ক্যাম্পাসের পাখি ও নিশাচর স্তন্যপায়ী বন্যপ্রাণী উপর গবেষণা।	ক্যাম্পাসের পাখি ও নিশাচর স্তন্যপায়ী বন্যপ্রাণীর বর্তমান সংখ্যা নিরূপণ।	স্তন্যপায়ী বন্যপ্রাণীর বৈচিত্র্য ও বর্তমান অবস্থা, আবাসস্থল, খাদ্যাভ্যাস এবং ব্যবস্থাপনার জন্য তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের লক্ষ্যে এ গবেষণা কার্যক্রম।	ইনস্টিটিউট	গবেষণা অগ্রগতির প্রতিবেদন	পাখি ও নিশাচর স্তন্যপায়ী বন্যপ্রাণীর বর্তমান সামগ্রিক তথ্য নিরূপণ সম্ভব হবে।
৫.১]ভেষজ উদ্ভিদ ও ১০প্রজাতির বেতের বীজ সংগ্রহ, চারা উত্তোলন এবং বাগান সৃজন।	৫.১.১] বীজ সংগ্রহ, চারার সংখ্যা এবং বাগানের পরিমাণ।	নার্সারি ও বাগান উত্তোলন কৌশল উদ্ভাবনের মাধ্যমে. ভেষজ উদ্ভিদ ও বেতের সম্পদ সৃজনে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।	বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট	বিএফআরআই এর বার্ষিক গবেষণা অগ্রগতির প্রতিবেদন	ভেষজ উদ্ভিদ ও বেত সম্পদ বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।
৫.২] ঔষধি গাছের জার্মপ্লাজম সংরক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনার উপর গবেষণা।	৫.২.১] চারা উত্তোলনের পরিমাণ।	ঔষধি গাছের জার্মপ্লাজম সংরক্ষণ ঔষধি উদ্ভিদের জিন পুল হিসাবে ব্যবহৃত হবে।	বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট	বিএফআরআই এর বার্ষিক গবেষণা অগ্রগতির প্রতিবেদন	ঔষধি উদ্ভিদের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।
৫.৩] কাপ্তাই ন্যাশনাল পার্ক এলাকার উদ্ভিদের সংখ্যা ও এদের পুর্নজন্মের হার নির্ণয়ের উপর গবেষণা।	৫.৩.১] কাপ্তাই ন্যাশনাল পার্ক এলাকার উদ্ভিদের সংখ্যা ও এদের পুর্নজন্মের হার নির্ণয়।	কাপ্তাই ন্যাশনাল পার্ক এলাকার বৃক্ষ,গুল্ম ও বীরুৎ জাতীয় উদ্ভিদ প্রজাতির তালিকা তৈরি ও এদের পুর্নজন্মের হার পর্যবেক্ষণ করা	বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট	বিএফআরআই এর বার্ষিক গবেষণা অগ্রগতির প্রতিবেদন	কাপ্তাই ন্যাশনাল পার্কের বন ব্যবস্থাপনায় সহায়ক ভূমিকা রাখবে।
৬.১] বন বিষয়ক উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ পেটেন্টকরণ।	৬.১.১] পেটেন্টকৃত প্রযুক্তিসমূহ।	গবেষণাস্বত্ব নিশ্চিত করার জন্য প্রযুক্তিসমূহ পেটেন্ট করা হবে।	বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট	বিএফআরআই এর বার্ষিক গবেষণা অগ্রগতির প্রতিবেদন	গবেষণাস্বত্ব নিশ্চিত হবে না।
৬.২]ইনস্টিটিউট এর কর্মকর্তা/কর্মচারীদের এবং ভোক্তা সাধারণের জন্য প্রশিক্ষণ।	৬.২.১] কর্মকর্তা/কর্মচারী প্রশিক্ষণ এর সংখ্যা এর সংখ্যা।	ইনস্টিটিউট এর কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিভিন্ন বিষয়ে অভিজ্ঞতা ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি এবং প্রযুক্তিসমূহ ব্যবহারে ভোক্তা সাধারণেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।	বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট	বিএফআরআই এর বার্ষিক গবেষণা অগ্রগতির প্রতিবেদন	প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন এবং প্রযুক্তিসমূহ ব্যবহারে ভোক্তা সাধারণ উপকৃত হবে।
৬.৩] সেমিনার/ মেলায় অংশগ্রহন/ ওয়ার্কশপ আয়োজন।	৬.৩.১] সেমিনার/ওর্য়াকশপ এবং মেলার সংখ্যা।	ইনস্টিটিউট এর প্রযুক্তি সমূহ জনসাধারণকে অবহিত এবং মাঠ পর্যায়ে ব্যবহার সম্প্রসারনের লক্ষ্যে আয়োজন করা হয়।	বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট	বিএফআরআই এর বার্ষিক গবেষণা অগ্রগতির প্রতিবেদন	সহজ উপায়ে উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারন সম্ভব হবে।
৬.৪] প্রিন্ট/ ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াতে বিজ্ঞাপন।	৬.৪.১] বিজ্ঞাপনের সংখ্যা।	ইনস্টিটিউট এর উদ্ভাবিত প্রযুক্তি সমূহ জনসাধারণকে অবহিত এবং মাঠ পর্যায়ে ব্যবহার প্রচারের লক্ষ্যে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়।	বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট	বিএফআরআই এর বার্ষিক গবেষণা অগ্রগতির প্রতিবেদন	উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধকরণ সম্ভব হবে।
৬.৫] গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশনা।	৬.৫.১] প্রকাশনার সংখ্যা।	বিভিন্নগবেষণালব্ধ ফলাফলের ভিত্তিতে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রণয়ন	বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট	বাংলাদেশ জার্নাল অভ ফরেস্ট সাইন্সেস ও অন্যান্য জার্নাল	উদ্ভাবিত গবেষণালব্ধ ফলাফল সংশ্লিষ্ট ভোক্তাগোষ্ঠিকে পরিজ্ঞাতকরণ সম্ভব হবে।

সংযোজনী ৩: অন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের নিকট সুনির্দিষ্ট কর্মসম্পাদন চাহিদাসমূহ

প্রতিষ্ঠানের ধরণ	প্রতিষ্ঠানের নাম	সংশ্লিষ্ট কর্মসম্পাদন সূচক	উক্ত প্রতিষ্ঠানের নিকট সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রত্যাশিত সহায়তা	প্রত্যাশার যৌক্তিকতা	উক্ত প্রতিষ্ঠানের নিকট চাহিদার মাত্রা উল্লেখ করুন	প্রত্যাশা পূরণ না হলে সম্ভাব্য প্রভাব
সরকারি প্রতিষ্ঠান	বিসিএসআইআর, কেপিএম লি.।	১.১.১] রাসায়নিক মন্ড তৈরিতে আকাশমনি ও গামার গাছের বয়সের ভিন্নতার প্রভাব নির্ণয়	এসিডে দ্রবীভূত লিগনিন নির্ণয় করার জন্য কারিগরি সহায়তা।	গবেষণা করার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির অভাব রয়েছে।	৪০%	মণ্ড ও কাগজ শিল্পের কাঁচামাল সংকট নিরসন সম্ভব হবেনা
সরকারি প্রতিষ্ঠান	বিএফআইডিসি, বিএআরআই।	১.২.১] আয়ুষ্কাল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত কাঠ ও বাঁশের প্রজাতি।	রাসায়নিক বিশ্লেষণ বিষয়ক কারিগরি সহায়তা।	গবেষণা করার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির অভাব রয়েছে।	৪০%	বিভিন্ন প্রজাতির কাঠ ও বাঁশের আয়ুষ্কাল বৃদ্ধির গবেষণা ব্যাহত হবে।
সরকারি প্রতিষ্ঠান	বিসিএসআইআর, বন বিভাগ।	১.৩.১] আগর গাছের সম্পূর্ণ কান্ডে স্বল্প সময়ে উন্নতমানের রেজিন সঞ্চয়ন সংক্রান্ত গবেষণা।	রাসায়নিক বিশ্লেষণ বিষয়ক কারিগরি সহায়তা এবং বন বিভাগের আগর বাগানে গবেষণা করার সুযোগ।	গবেষণা করার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির অভাব রয়েছে। আগর সঞ্চয়ন বিষয়ক গবেষণার জন্য আগর গাছের প্রয়োজন।	৪০%	অধিক পরিমানে আগর সঞ্চয়নের প্রযুক্তি উদ্ভাবন হবে না।
সরকারি প্রতিষ্ঠান	স্থানীয় জেলা প্রশাসন।	১.৪.১] বাঁশের কম্পোজিট হতে আসবাবপত্র তৈরির প্রযুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান।	স্থানীয় জনসাধারণের সম্পৃক্ততা নিশ্চিতকরণের জন্য সহায়তা।	কার্যক্রম সফল বাস্তবায়নের জন্য	৪০%	কাঠের বিকল্প হিসেবে বাঁশের কম্পোজিট হতে উন্নত ডিজাইনের ফার্নিচার তৈরি প্রযুক্তি সরবরাহ সম্ভব হবে না।
বেসরকারি প্রতিষ্ঠান	পারটেক্স, স্টার পার্টিকেল বোর্ড।	১.৫.১] বিভিন্ন প্রজাতির কাঠ হতে তৈরিকৃত নতুনবোর্ড।	যন্ত্রপাতি ব্যবহার করার সুযোগ।	গবেষণা করার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির অভাব রয়েছে।	৩০%	বিভিন্ন প্রজাতির কাঠ হতে নতুন বোর্ড তৈরি করণ ব্যাহত হবে।
অন্যান্য	স্থানীয় জেলা প্রশাসন।	২.১.১] বিতরণকৃত চারা ।	স্থানীয় জনসাধারণের সম্পৃক্ততা নিশ্চিতকরণের জন্য সহায়তা।	কার্যক্রম সফল বাস্তবায়নের জন্য ।	৪০%	গবেষণার মাধ্যমে উদ্ভাবিত উন্নত গুনগত সম্পন্ন চারা বিতরন করা সম্ভব নয় ।
সরকারি প্রতিষ্ঠান	স্থানীয় জেলা প্রশাসন, বন বিভাগ।	২.২.১] উন্নতমানেরবীজ উৎপাদন ।	ভূমি দখলদারের হাত থেকে সৃজিত বাগান রক্ষার সহায়তা।	বনায়ন ও বন সংরক্ষণের জন্য।	৫০%	বীজ বাগান সৃজন এবং ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণভাবে ব্যাহত হবে।
সরকারি প্রতিষ্ঠান	স্থানীয় জেলা প্রশাসন, বন বিভাগ।	২.২.২] চারা উত্তোলন, চারা বিতরণ।	ভূমি দখলদারের হাত থেকে সৃজিত বাগান রক্ষার সহায়তা।	বনায়ন ও বন সংরক্ষণের জন্য।	৫০%	
সরকারি প্রতিষ্ঠান	স্থানীয় জেলা প্রশাসন, বন বিভাগ	২.২.৩] বীজ বাগান সৃজন ও ব্যবস্থাপনা	ভূমি দখলদারের হাত থেকে সৃজিত বাগান রক্ষার সহায়তা।	বনায়ন ও বন সংরক্ষণের জন্য।	৫০%	
সরকারি প্রতিষ্ঠান	স্থানীয় জেলা প্রশাসন, বন বিভাগ।	২.৩.১] গুরুত্বপূর্ণ বনজ ও এগ্রো ফরেষ্ট্রি প্রজাতির মাতৃবৃক্ষ নির্বাচন।	স্থানীয় জনগনের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ এবং ভূমি দখলদারের হাত থেকে সৃজিত বাগান রক্ষার সহায়তা।	বনায়ন ও বন সংরক্ষণের জন্য।	৫০%	বীজ বাগান সৃজন এবং ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণভাবে ব্যাহত হবে।
সরকারি প্রতিষ্ঠান	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়,	২.৫.১] কঞ্চি কলমের মাধ্যমে উত্তোলিত	গবেষণা প্লটের জন্য উল্লেখিত প্রতিষ্ঠানের ভূমি	বিভিন্ন অঞ্চলে বাশেঁর সংরক্ষণী	৫০%	বাঁশের বংশ বিস্তার ও বিলুপ্তপ্রায় গাছের

প্রতিষ্ঠানের ধরণ	প্রতিষ্ঠানের নাম	সংশ্লিষ্ট কর্মসম্পাদন সূচক	উক্ত প্রতিষ্ঠানের নিকট সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রত্যাশিত সহায়তা	প্রত্যাশার যৌক্তিকতা	উক্ত প্রতিষ্ঠানের নিকট চাহিদার মাত্রা উল্লেখ করুন	প্রত্যাশা পূরণ না হলে সম্ভাব্য প্রভাব
	জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ।	বাঁশের চারা দ্বারা ব্যাপক বংশ বিস্তার।	ব্যবহার।	প্লট স্থাপনের জন্য ।		সংরক্ষণ করা সম্ভব নয় ।
সরকারি প্রতিষ্ঠান	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ।	২.৫.২] বিলুপ্তপ্রায় গাছের সংরক্ষণ।	গবেষণা প্লটের জন্য উল্লেখিত প্রতিষ্ঠানের ভূমিব্যবহার।	বিভিন্ন অঞ্চলে বিলুপ্তপ্রায় গাছের সংরক্ষণী প্লট স্থাপনের জন্য ।	৫০%	বাঁশের বংশ বিস্তার ও বিলুপ্তপ্রায় গাছের সংরক্ষণ করা সম্ভব নয় ।
অন্যান্য	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ব., ইসলামী বিশ্ব. ।	২.৬.১] বাঁশের টিস্যু কালচারজাত চারা তৈরির কৌশল উদ্ভাবন।	গবেষণা প্লটের জন্য উল্লেখিত প্রতিষ্ঠানের ভূমি ব্যবহার।	বিভিন্ন অঞ্চলে বাশেঁর সংরক্ষণী প্লট স্থাপনের জন্য।	৫০%	বাঁশ এবং বৃক্ষের টিস্যু কালচার কৌশল উদ্ভাবন ব্যাহত হবে।
সরকারি প্রতিষ্ঠান	স্থানীয় জেলা প্রশাসন,বন বিভাগ	৩.১.১] উপকূলীয় অঞ্চলের বসতভিটায় বাঁশ ও বেত চাষাবাদের জন্য চারা উত্তোলন।	স্থানীয় জনসাধারণেরসম্পৃক্ততানিশ্চিতকরণ।	স্থানীয় জনসাধারণের সম্পৃক্ততায় ভেজিটেশন বৃদ্ধির জন্য।	৫০%	উপকূলীয় অঞ্চলের বসতভিটায় ভেজিটেশন হবে না।
সরকারি প্রতিষ্ঠান	বন বিভাগ	৩.২.১] উপকূলীয় অঞ্চলে কেওড়া বনের অভ্যন্তরে ম্যানগ্রোভ এবং নন-ম্যানগ্রোভ প্রজাতির বনায়ন সৃজনের জন্য বীজ সংগ্রহ।	স্থানীয় পর্যায়ে যোগাযোগের সহায়তা।	প্রয়োজনীয় জনবলের অভাব।	৫০%	উপকূলীয় অঞ্চলের বাগানের ব্যবস্থাপনা ও তদারকি ব্যাহত হবে।
সরকারি প্রতিষ্ঠান	বন বিভাগ	৩.২.২] উপকূলীয় অঞ্চলে কেওড়া বনের অভ্যন্তরে ম্যানগ্রোভ এবং নন-ম্যানগ্রোভ প্রজাতির বন সৃজনের জন্য চারা উত্তোলন।	স্থানীয়পর্যায়ে ভূমি ব্যবহার ও যোগাযোগের সহায়তা	প্রয়োজনীয় ভূমির অভাব।	৫০%	উপকূলীয় অঞ্চলের বাগানের ব্যবস্থাপনা ও তদারকি ব্যাহত হবে।
সরকারি প্রতিষ্ঠান	বন বিভাগ	৩.৩.১] সুন্দরবনের ভেজিটেশন এবং রিজেনারেশনের অবস্থা পর্যবেক্ষণের লক্ষ্যে পিএসপি স্থাপন।	স্থানীয় পর্যায়ে ভূমি ব্যবহার ও যোগাযোগের সহায়তা	প্রয়োজনীয় ভূমির অভাব।	৫০%	সুন্দরবনের ভেজিটেশন এবং রিজেনারেশনের অবস্থা পর্যবেক্ষণ ব্যাহত হবে।
সরকারি প্রতিষ্ঠান	স্থানীয় জেলা প্রশাসন, বন বিভাগ।	৩.৪.১] সুন্দরবনে স্থাপিত ম্যানগ্রোভ আরবোরেটাম ব্যবস্থাপনা।	ভূমি ব্যবহার ও যোগাযোগের সহায়তা।	সুন্দরবনের তথ্য সংগ্রহের জন্য ।	৫০%	সুন্দরবনে স্থাপিত ম্যানগ্রোভ আরবোরেটাম ব্যবস্থাপনা বাধাগ্রস্ত হবে।
সরকারি প্রতিষ্ঠান	স্থানীয় জেলা প্রশাসন, বন বিভাগ	৩.৫.১] নমুনা প্লট হতে উপকূলীয় বনাঞ্চলে পরিবেশগত সম্পর্ক বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ।	ব্যবহার ও যোগাযোগের যোগাযোগের সহায়তা।	জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় গবেষণার জন্য তথ্য সংগ্রহের	৫০%	বনাঞ্চলে মানুষ সৃজিত বনের বয়স ও অন্যান্য ফ্যাক্টরের সাথে পরিবেশগত সম্পর্ক বাধাগ্রস্ত হবে।
সরকারিপ্রতিষ্ঠান	স্থানীয় জেলা প্রশাসন, বন বিভাগ	৩.৬] উপকূলীয় অঞ্চলের লবনসহিষ্ণু ফলদ এবং ঔষধি গাছ নির্বাচন বিষয়ে গবেষণা	জেলা প্রশাসন, বন বিভাগ এবং জনসাধারণের সম্পৃক্ততা নিশ্চিতকরণের জন্য	সামাজিক বনায়নে সহায়তা প্রদান ও বনজসম্পদ সৃষ্টি।	৫০%	উপকূলীয় অঞ্চলের লবন সহিষ্ণু ফলজ এবং ঔষধি গাছের ফলন বাধাগ্রস্ত হবে।
সরকারি প্রতিষ্ঠান	বিএফআইডিসি, মৃত্তিকা সম্পদ ইনস্টিটিউট	৪.১.১] দাঁতমারা রাবার বাগানে সমন্বিত মৃত্তিকা উর্বরতা ব্যবস্থাপনার প্রভাব নিরূপণের জন্য	রাবার বাগানে মৃত্তিকা উর্বরতা ব্যবস্থাপনায় প্রয়োজনী সহায়তা।	মৃত্তিকার উর্বরতা বৃদ্ধি।	৫০%	রাবার বাগানে সমন্বিত মৃত্তিকা উর্বরতা ব্যবস্থাপনা

প্রতিষ্ঠানের ধরণ	প্রতিষ্ঠানের নাম	সংশ্লিষ্ট কর্মসম্পাদন সূচক	উক্ত প্রতিষ্ঠানের নিকট সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রত্যাশিত সহায়তা	প্রত্যাশার যৌক্তিকতা	উক্ত প্রতিষ্ঠানের নিকট চাহিদার মাত্রা উল্লেখ করুন	প্রত্যাশা পূরণ না হলে সম্ভাব্য প্রভাব
		পরীক্ষামূলক প্লট স্থাপন।				ব্যাহত হবে।
সরকারি প্রতিষ্ঠান	বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়	৪.২.১] সঞ্চিত কার্বনের পরিমাণ নির্ণয়ের জন্য বৃক্ষ প্রজাতি এবং মৃত্তিকার নমুনা সংগ্রহ ।	ল্যাবরেটরি ব্যবহারের জন্য।	জলবায়ু পরিবতনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলার গবেষণার জন্য।	৫০%	বনাঞ্চলে বৃক্ষের সঞ্চিত কার্বনের পরিমাণ নির্ণয় ব্যাহত হবে।
সরকারি প্রতিষ্ঠান	স্থানীয় জেলা প্রশাসন, বন বিভাগ	৪.৪.১] ক্যামেরা ট্র্যাপের মাধ্যমে কক্সবাজারের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারি পার্কে নিশাচর বন্যপ্রাণীর জরিপ।	অভয়ারণ্যে জরিপের সহায়তা।	জীববৈচিত্র সংরক্ষণে তথ্যসংগ্রহ।	৫০%	বন্যপ্রাণীর অবস্থার উপর গবেষণা ব্যাহত হবে।
সরকারি প্রতিষ্ঠান	স্থানীয় জেলা প্রশাসন, বন বিভাগ	৫.১.১] বীজ সংগ্রহ, চারা উত্তোলন এবং বাগান সৃজন।	বীজ প্রাপ্তির সহায়তা।	জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ।	৫০%	ধূপের নার্সারি উত্তোলন ও বাগান সৃজন ব্যাহত হবে।
সরকারি প্রতিষ্ঠান	স্থানীয় জেলা প্রশাসন, বন বিভাগ	৫.২.১] ভেষজ উদ্ভিদ ও ১০ প্রজাতির বেতের বীজ সংগ্রহ, চারা উত্তোলন এবং বাগান সৃজন	বীজ প্রাপ্তির সহায়তা।	জীববৈচিত্র্যসংরক্ষণ।	৫০%	ভেষজ উদ্ভিদ ও বেতের চারা উত্তোলন এবং বাগান সৃজন ব্যাহত হবে।
সরকারি প্রতিষ্ঠান	বিশ্ববিদ্যালয়ে ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান।	৫.৩.১] ঔষধি গাছের জার্মপ্লাজম সংরক্ষণের জন্য প্রজাতি সংগ্রহ।	বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের জার্মপ্লাজম সংগ্রহের সহায়তা।	ঔষধি গাছের সংরক্ষণ ।	৫০%	ঔষধি গাছের জার্মপ্লাজম সংরক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনার উপর গবেষণা বাধাগ্রস্ত হবে।
অন্যান্য	স্থানীয় অধিবাসি।	৫.৩]কাপ্তাই ন্যাশনাল পার্ক এলাকার উদ্ভিদের সংখ্যা ও এদের পুর্নজন্মের হার নির্ণয়ের উপর গবেষণা	স্থানীয় গাছপালা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহে সহায়তা।	জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ।	৫০%	বন ব্যবস্থাপনায় বাধাগ্রস্ত হবে।
সরকারি প্রতিষ্ঠান	পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর	৬.১.১] পেটেন্টকৃত প্রযুক্তিসমূহ।	পেটেন্ট করার জন্য সহায়তা	গবেষণা স্বত্ব নিশ্চিতকরণ।	৮০%	গবেষণা স্বত্ব নিশ্চিত হবে না
সরকারি প্রতিষ্ঠান	স্থানীয় জেলা প্রশাসন, বন বিভাগ, বিএআরসি, বিপিএটিসি, বার্ড।	৬.২.১] ইনস্টিটিউট এর কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের এবং ভোক্তা সাধারণের জন্য প্রশিক্ষণ।	বর্ণিত প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ আয়োজনের সহযোগীতা।	কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও ভোক্তাসাধারণের মধ্যে বিএফআরআই এর প্রযুক্তি সম্প্রসারণ।	৫০%	ইনস্টিটিউট এর কর্মকর্তা/কর্মচারীদের এবং ভোক্তা সাধারণের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান বাধাগ্রস্ত হবে।
সরকারি প্রতিষ্ঠান	স্থানীয় জেলা প্রশাসন, বন বিভাগ, বিএআরসি	৬.৩.১] সেমিনার/ মেলায় অংশগ্রহন/ ওয়ার্কশপ আয়োজন।	মেলায় অংশগ্রহন ও সহায়তা।	জনগনের মাধ্যমে ব্যাপক সচেতনতা বৃদ্ধি।	৫০%	সেমিনার/ মেলায় অংশগ্রহন/ ওয়ার্কশপ আয়োজন বাধাগ্রস্ত হবে।
অন্যান্য	প্রিন্ট/ ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া	৬.৪.১] প্রিন্ট/ ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াতে বিজ্ঞাপন।	প্রচারের সহায়তা	বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে ব্যাপক সচেতনতাবৃদ্ধি।	৫০%	প্রিন্ট/ ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াতে বিজ্ঞাপন প্রচার বাধাগ্রস্ত হবে।